P. K. Music Stores
All Kind of Mobile, Electronics & Furniture Available
[LED, Refrigerator & Air Conditioner]
Budge Budge
Mob : 9830094343/933944440

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Hooghly District Brick Manufacturers' Association
G. T. Road, Taldanga, Chandannagar, Hooghly
Ph. No. : 2683-1324 * Fax : (033)2683-1324
E-mail : hdbma@yahoo.com/
E-mail : hdbma1973@gmail.com

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ – ৯ অগ্রহায়ণ , ১৪২৮ ঃ ২০ নভেম্বর – ২৬ নভেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 4, 20 November - 26 November, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রাম

সাত ভাণ্ডারিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল তিন গোরুপাচারকারীর। পুলিশ জানিয়েছে নিহতদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয়। এই অভিযান নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। স্থানীয় বিধায়করা বিএসএফের বিরোধিতা করেছেন।

রবিবার: মণিপুরের চুড়াচাঁদপুরে সিংঘাটের রাস্তায় জঙ্গি

হানায় স্ত্রী ও পুত্রসহ প্রাণ গেল অসম রাইফেলসের কম্যান্ডিং অফিসার বিপ্লব ত্রিপাঠির। এই তিনজন বাদে গাড়ির চালক ও দেহরক্ষীসহ প্রাণ হারিয়েছেন আরও চারজন। উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্প্রতিককালে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা এটি।

সোমবার: এতদিন সিবিআই, ইডি-র ডিরেক্টরদের মেয়াদ ছিল ২

বছর। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দৃঢ় করতে চালু করা এই নিয়ম বদল করে এবার করা হল পাঁচ বছর। তদন্তের মাঝে ডিরেক্টরদের স্বল্প মেয়াদ ভোগাচ্ছিল তদন্তের গতিপ্রকৃতি। এবার দায়িত্ব এড়ানো যাবে না বলে মতো সংশ্লিষ্ট মহলের।

মঙ্গলবার: বন্যাত্রাণে দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল হয়েছিল মালদহ

মুর্শিদাবাদ। এমনকি বিতর্ক গিয়ে পৌঁছায় আদালতের এজলাসে। সেই অভিযোগকেই মান্যতা দিয়ে ত্রাণ দুর্নীতির তদন্তের পর কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের হাত তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বুধবার: দুয়ারে রেশন প্রকল্প নিয়ে ডিলারদের আপত্তি দাবিদাওয়া

মিটিয়ে সামাল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গাড়ি কিনতে ভর্তুকি থেকে শুরু করে ২ কর্মীর বেতনের অর্ধেক দেবে সরকার। এরপরও কোনও ডিলার রাজি না হলে মিলবে কড়া ব্যবস্থা।

বৃহস্পতিবার : গ্রুপ ডি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নেতিবাচক ভূমিকাকে তীব্র তিরস্কার করল

কলকাতা হাইকোর্ট। শুনতে হল সিবিআই তদন্তের হুঁশিয়ারি। অস্বচ্ছ নিয়োগের কোনও তথ্য কমিশনের কাছে নেই শুনে বিচারপতি কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে কমিশনের অফিস তুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

শুক্রবার: প্রায় দেড় বছর পর খুলল স্কুল কলেজ। তবে হাজিরা

এখনও স্বাভাবিক নয়। কলেজে পড়ুয়ার সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও স্কুলের এখনও আড়ামোড়া ভাঙেনি। শিক্ষকরা তাই পড়ুয়াদের দুয়ারে যেতে প্রস্তুত। আশ্বস্ত করে ডেকে আনতে চান তাদের কচিকাঁচাদের। এবার তাই দুয়ারে শিক্ষক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিএসএফ বিতর্কে রাজনৈতিক তরজা

আইনি ক্ষমতা নেই, বিতর্কই সার

পার্থসারথি গুহ : 'তোমার জেগে থাকো বলে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাই'- আপামর দেশবাসীর এমনই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরীরা। কিন্তু সেই বাহিনীর জওয়ানরাই এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। যুদ্ধের আবহে ৬০-এর দশকে সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ভারতবর্ষে। ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর চালু হয় সীমান্তবর্তী বাহিনী বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ। আইন চালু হয় ১৯৬৮ সালে। এই দীর্ঘ সময় ধরে এই বাহিনীর জওয়ানরা অনুপ্রবেশকারী-চোরাচালানকারীর ত্রাস হয়ে উঠলেও কখনও

রাজনৈতিক বিরোধিতার বস্তু হয়ে ওঠে নি। ওঠার কথাও নয়, কারণ বিএসএফ জওয়ানদের ধরপাকড় বা তল্লাশির অধিকার থাকলেও আইনি পদক্ষেপ বা শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নেই। সেই অধিকার রয়েছে পুলিশের যারা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে। সীমান্তরক্ষীরা শুধু অপরাধী ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ যদি তাদের লঘু কেস দিয়ে ছেড়েও দেয় তবু জওয়ানদের কিছুই করার নেই। আদতে সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনী পুলিশেরই একটি সাহায্যকারী বাহিনী যারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করে।

এমন নিধিরাম সর্দারদের নিয়েই রাজনীতির বাজার সম্প্রতি গরম হয়ে উঠেছে। কারণ এদের তল্লাশির এলাকা বাড়ানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক নির্দেশে। এতদিন সীমান্ত রেখা থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত তল্লাশির অধিকার ছিল বিএসএফ-এর। এখন তা বেড়ে ৫০ কিলোমিটার। এমন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে তিন সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পঞ্জাবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কৃষি মাণ্ডি লাগোয়া অবৈধ নির্মাণ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে কৃষকদের সুবিধার্থে কৃষি মাণ্ডির সূচনা হয় বামফ্রন্টের আমলে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকারের কালে তা বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় মোট নয়টি কৃষক মাণ্ডি আছে। তার মধ্যে বনগাঁ মহকুমার বাগদা ব্লকের কৃষি মাণ্ডি অন্যতম। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তৎকালীন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী উপেন বিশ্বাস প্রায় ২০ বিঘে জমির উপর এটি নির্মাণ করেন। এই কৃষি মাণ্ডি এবং এর সংলগ্ন জায়গা সবটাই পিডব্লিউডি-র বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়। সে সময় উপেনবাবু এখানে যেসব অবৈধ দোকান ঘর বা নির্মাণগুলি ছিল, তিনি সেগুলি ভেঙে কৃষকদের স্বার্থে দুটি প্রবেশ পথ বিশিষ্ট এই কৃষকমাণ্ডি নির্মাণ করেন। এর বহিঃ অংশের পাঁচিলে ঘেঁষে থাকা পিডব্লিউডির জায়গায় তৈরি হওয়া একাধিক অবৈধ দোকান আদালতের নির্দেশে জেসিবি দিয়ে ভেঙে খালি করে দেবার পর শাসকদলের এক নেতা দলবল সহকারে এসে পাটি অফিস করার অজুহাতে দলীয়

পতাকা লাগিয়ে অস্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জায়গাটি দখল করে বসে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। বিপদের আশঙ্কায় তারা মুখ না খুললেও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম প্রতিবাদ করেন প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বরের ভাই দেবু বর। তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মাস তিনেক আগে পাটি অফিস তৈরির নাম করে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি তথা পেশায় শিক্ষক সঞ্জিত সরদার দলীয় পতাকা পুঁতে জায়গা দখল করেন। কয়েকদিন পরে দেখা যায়, সেখানে রীতিমতো পাকা দোকানঘর নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। এমনকি দ্বিতল, ত্রিতল বিশিষ্টও নির্মাণ হয়েছে। এখন সেখানে আর কোনও দলীয় পতাকা নেই।' বাগদা ব্লকের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ইব্রাহিম মণ্ডল এই অবৈধদখলদারি ও নির্মাণের বিরুদ্ধে, বাগদা বিডিও সহ বনগাঁ পিডব্লিউডি ও বনগাঁ এসডিওকে তার দলীয় প্যাডে লিখিত অভিযোগ জানান।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুয়ারে রেশন উদ্বোধন হলেও সংশয় কাটেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দুয়ারে রেশন উদ্বোধন করেছেন। সমস্যার সমাধান হিসাবে বলেছেন, ২১ হাজার রেশন ডিলারকে মাল সরবরাহের জন্য গাড়ি কিনতে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ডিলাররা দুজনকে চাকরি দিতে পারবেন, তারা ১০ হাজার করে মাইনে পাবেন। রাজ্য সরকার দুজনের জন্য ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার দেবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাই করেছি, দুয়ারে

রেশন বাস্তবে রূপ দিতেই হবে। কেউ কেউ আদালতের দ্বারাস্থ হয়েছেন, এটা করবেন না। আমি আগামী দিনে ডিলারদের অন্যান্য অসুবিধা দেখে দেব। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উপস্থিত সব ডিলার এবং সংগঠনের নেতারা সায়ও দেন। তবে দুদিন পর থেকেই আবার সংশয় দেখা যায় ডিলারদের মধ্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডিলার বলেন, আমরা এখন ১৮ মাসের বকেয়া কমিশন পাইনি। তাছাড়া ১ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনে, তার ড্রাইভার-খালাসীর মাইনে কিভাবে দেব। তাছাড়া মাসের ১৫ দিন গাড়ি চললেও বাকি পনের দিন গাড়ি নিয়ে কি করব? রাজ্য এমআর ডিলার জয়েন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নিখিলেশ ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ওনার মতো বলেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের খরচের হিসাব পাঠিয়েছি। যদি সেটা ঠিকঠাক হয় তবেই দুয়ারে রেশন হবে, তা না হলে সংশয় রয়ে যাবে।

অকাল বর্ষণে ক্ষতি আমনে

দেবাশিস রায় : সামনেই অঘ্রাণে নবান্ন উৎসব। কিন্তু, তার আগেই মাথায় হাত বাংলার হাজার হাজার চাষির। হেমন্তের অকাল বর্ষণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের শস্যগোলার আমন ও সবজি চাষ। এর ফলে ঘোর দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অসংখ্য চাষি। সবমিলিয়ে চাষির প্রাণের এই উৎসবে সর্বত্র বিষাদের সুর বেজে উঠেছে। এককথায়, চাষিদের মন ভালো নেই।

এবারে আবহাওয়ার চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনার সাক্ষী থাকল বঙ্গবাসী। কখনও একের পর এক ঝড়ের তাণ্ডব তো কখনও লাগাতার বৃষ্টি। সেই বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে হেমন্তের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ধারাবাহিক এই তাণ্ডবে সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমন ধান, ফুল-ফল ও সবজি চাষিরা। একে তো ফসলে নানাবিধ রোগপোকার আক্রমণ লেগেই থাকে, তার ওপর দফায় দফায় লাগাতার বৃষ্টির উৎপাতে নাস্তানাবুদ

চাষিরা। পাশাপাশি এবারে এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একধরনের অভূতপূর্ব রোগের শিকার হয়েছে আমন চাষ। এর ফলে বিঘার পর বিঘা জমির আমন ধানগাছগুলি কার্যত ঝলসে গেছে। জেলার মঙ্গলকোট থানার কোঁয়ারপুরের বাসিন্দা দেবদুলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এবারে অজয় নদের বন্যায় আমাদের আমন চাষের অর্ধেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। তারপর অভূতপূর্ব ঝলসা রোগের আক্রমণ আর হেমন্তের লাগাতার অকাল বর্ষণে বাকি ফসলের পুরোপুরি দফারফা হয়ে গেল। জেলার শুয়াগাছি এলাকার বাসিন্দা অমিত মণ্ডল বলেন, অকাল বর্ষণে আমন ধানের পাশাপাশি নানারকম সবজি চাষেও ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে আলু ও পেঁয়াজ চাষের জন্য তো সময় মতো জমিই তৈরি করা সম্ভব হল না। জেলার একাধিক বাসিন্দার অভিমত, এবারে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় যেভাবে চাষবাসের কারণে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল মজিলপুর স্টেশনের ফুট ওভারব্রীজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : স্বাভাবিকভাবে রেল পরিষেবা শুরু হলেও এখনো বেহাল হয়ে পড়ে আছে রেলফুট ওভারব্রিজ। শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার কর্মব্যস্ত স্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম এই জয়নগর মজিলপুর স্টেশন। আর দীর্ঘদিন ধরে এই স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজের শেড ভেঙে থাকায় সমস্যায় যাত্রীরা। নামে ফুট ওভারব্রিজ। আড়াই বছর ধরে শেড ভেঙে পড়ে থাকায় রৌদ্র বৃষ্টিতে নাজেহাল হতে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের। এমনকী ওভারব্রিজের স্ল্যাপ ও নড়বড়ে বিপদজনক ভাবে ঝুলছে। যে কোনও দিন ব। বিপদের আশঙ্কা করছেন যাত্রীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

আমতলায় উড়ালপুল হবে না, রিং রোড হবে : দিলীপ মণ্ডল

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এখন পরিবহন দফতরের প্রতিমন্ত্রী। দেখতে দেখতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হল তাঁর মন্ত্রীত্বের। গত ১৬ নভেম্বর ছিল তাঁর ৫৪তম জন্মদিন। সকাল থেকেই পৈলানে তাঁর বাড়িতে ছিল অগণিত মানুষের ভিড়। শুভেচ্ছা জানাতে আট থেকে আশি সকলেই হাজির। উপস্থিত সকল মানুষই মিষ্টিমুখ করেছেন। অবশ্য জন্মদিন বলে নয়, প্রতিদিনই দিলীপ মণ্ডল জনতার আদালতে উপস্থিত থেকে মানুষের সমস্যার সমাধান করেন। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কিছুটা সময় নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম কিছু প্রশ্ন নিয়ে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা পর্ব এবং মিষ্টি মুখের পর শুরু হল কথোপকথন। প্রশ্ন ছিল প্রতিবেদকের উত্তর দিলেন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল।

প্রশ্ন : দাদা, আমতলায় যানজট এড়াতে আগামী দিনে কি উড়াল পুল নির্মিত হবে?

উত্তর : আপাতত সেটা হবে না। তবে বিকল্প রাস্তা হিসাবে একটা রিং রোড তৈরি হবে। বিষ্ণুপুর থানার পর দিবাকর সংঘের পাশ দিয়ে পল্লিশ্রী কিষাণ মান্ডী হয়ে খালের পাশ দিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডে একটি রাস্তা উঠবে।

প্রশ্ন : করোনা কালে বাস ও অটোর যে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল, (করোনাবিধি মানার জন্য যাত্রী কম নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক) সেই ভাড়া এখনও কমল না। ভাড়া কি কমবে?

উত্তর : দেখুন, ডিজেল-পেট্রলের যে হারে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে করে ভাড়া কমানো নিয়ে বাস ও অটো মালিকরা চিন্তায় আছেন, তবুও বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখব।

প্রশ্ন : অনেকেই বলছেন রাস্তাঘাটে সরকারি বাস কমে গেছে। এটা কি ঠিক?

উত্তর : নানা, এটা ঠিক নয়। হাসপাতাল সহ নানা সরকারী কাজে করোনা কালে সরকারি বাস কাজে লাগানো হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য জেলাতেও এই সময় সরকারি বাস পাঠানো হচ্ছে।

প্রশ্ন : রাজ্যে নতুন বাস রুট কি হচ্ছে?

উত্তর : অনেক রুট হয়েছে, আরও রুটের পরিকল্পনা চলছে।

প্রশ্ন : হুগলি নদী পথে গ্রাম থেকে শহরে নতুন পরিবহন ব্যবস্থা কি হচ্ছে।

উত্তর : ওই ব্যাপারে দফতর অনেকটাই অগ্রগতি করেছে। আগামী দিনে বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্ন : সুন্দরবনে সড়ক ও নদীপথে নতুন পরিবহন ব্যবস্থা কি হচ্ছে?

উত্তর : ওই ব্যাপারে জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথনের সঙ্গে আলোচনা করে রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন : এবার রাজ্য সরকার নতুন একটি বিষয় আনতে চলেছে- এক টিকিটে গঙ্গাসাগর বিষয়টি কি?

উত্তর : ওই ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আসলে যাতে করে তীর্থ যাত্রীরা বাবুঘাট থেকে টিকিট কেটে, ওই টিকিটের মাধ্যমেই ভেসেলে করে মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কচুবেড়িয়া থেকে সাগরধামে পৌঁছাতে পারেন। সেভাবেই টিকিট নির্ধারণ করা হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রকৃতির পাঠশালার ঠিকানা ট্রিহাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইঁট কাঠ কংক্রীটের শহরে হাঁপিয়ে উঠছেন? সবুজ প্রকৃতির নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে শীতের আমেজ গায়ে মেখে ট্রি হাউসে রাত্রিযাপন করতে চান? কিংবা গ্রাম্য পরিবেশে গাছ-গাছালিতে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছ ধরা, শিশির মাখা ঘাসে পদচারণা, কিংবা অচেনা কোনও পাখির কলতানে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আর তার সঙ্গে যদি থাকে আহারাদির সুব্যবস্থা। তাহলে একদম ফাটাফাটি! এই রকমই একটি মনোরম প্রকৃতির পাঠশালা গড়ে উঠেছে কলকাতা থেকে খুব কাছেই দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত বজবজ-২ নম্বর ব্লকে। ঠাকুরপুকুর থেকে ৭৫ নম্বর রোড ধরে সোজা চলে আসুন নোদাখালী নতুন রাস্তার মোড়। তারপর রাস্তার ডানদিকে ধরে চলুন বিশালাক্ষীতলার দিকে। বিশালাক্ষীতলার কিছুটা আগে রাস্তার বাঁদিকে সোনিয়া গ্রামে প্রকৃতির পাঠশালা আপনাকে আহ্বান করছে।

প্রসঙ্গত বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রকৃতির পাঠশালার রূপকার। তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগ ও তৎপরতায় বজবজ-২ নম্বর ব্লক ধীরে ধীরে পর্যটন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। প্রকৃতির পাঠশালা ছাড়াও নানা অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি। সর্বোপরি বজবজ-২ নম্বর ব্লক অফিসের খোলনলচে তিনি পাল্টে দিয়েছেন। অবশ্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র এবং বিশেষ করে সহকারী সভাপতি

বুচান ব্যানার্জী বিডিও সাহেবকে সহযোগিতা করেছেন। এবার আসা যাক প্রকৃতির পাঠশালার কথায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

করোনাকাল কাটিয়ে অর্থবাজারে বিস্ফোরণ

পার্থসারথি গুহ

এই মুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজারকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তার মধ্যে যদি একটা হয়, করোনার সময়কালীন বাজারের চূড়ান্ত পতনের গল্প, অন্যটি নিঃসন্দেহে করোনা কাটিয়ে ভারতের অর্থবাজারের গগনচুম্বী উচ্চতা ছোঁয়ার কাহিনি। প্রসঙ্গত, ২০২০-র মার্চ মাসে ভারতের নিফটি ও সেনসেক্স যেভাবে দুমরেমুচড়ে তলানিতে এসে ঠেকেছিল তার থেকে এখনকার ১৭-১৮ হাজারি নিফটি তো রূপকথার মতোই। যেভাবে ভারতের শেয়ার বাজার এগোচ্ছে তাতে আগামী ৩-৫ বছরে আরো বড় আকারের মুভমেন্ট যে দেখা যাবে এমন একটা সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা।

২০১৭ ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই র‍্যালি যখন ১৭ পার করে ২০১৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল ফের একটা বুল বছর হয়তো দেখতে চলেছে তামাম ভারতীয় ট্রেডার। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে ওই বছরই জানুয়ারির শেষ থেকে যে কারেকশন পর্ব শুরু হয় তা চলেছে প্রায় আড়াই মাস। তারপর দুখেপে ফের বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ২০১৯ এর একটা বড় অংশ জুড়েই নিচে থেকেছে সূচক। সেই জায়গা থেকেই সম্প্রতি পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু ২০২০-র করোনাকাল তাতে বড় রকম বাদ সাধে। এখন দেখার সামনের যে রেজিস্ট্যান্সগুলি রয়েছে তা কত তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স জোড়া। এটা ঠিক ১৮,৬০০ ছিল নিফটির ক্ষেত্রে বড়সড় রেজিস্ট্যান্স। কারেকশন পরবর্তী অধ্যায়ে ১৭,৪০০-র

ওপর থাকতে পারাটাই নিফটির জন্য অনেক বলে মনে করা হচ্ছিল। সেদিক থেকে ১৮ হাজারের ওপরে থাকা নিফটি প্রমাণ করেছে তার খুটির জোর বেশ মজবুত। এর ওপর ভিত্তি করে বুলরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করছেন আরও একবার আগের ১৮ হাজার উচ্চতাকে পরখ করে দেখবে নিফটি। সেনসেক্সের বলও গড়াবে আগের উচ্চতা ৬৩ হাজারের ঘরে। এভাবেই বাজার ফের তুলে ধরবে তার বুল ফর্মেশন।

বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর নতুন কথা নয়। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে বড় আকারে দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা-চিনের ব্যবসায়িক চাপানউতোর বা অন্য কোনও বড় মাপের ঘটনা ছাড়া নিরুত্তাপই দেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। এজন্যই এই অর্থ বাজারে সফল হতে হলে অবশ্য কর্তব্য হল টেকনিক্যালস ও ফান্ডামেন্টাল নিয়ে নিজেকে আগে প্রস্তুত করা।

প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটের হাত ধরে কারেকশনের একটা কালো মেঘ ছেয়ে গেছিল ভারতের শেয়ার বাজারে। এটা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? প্রথমদিকে এই প্রশ্নটাই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল সাধারণ লগ্নিকারীদের। শেষপর্যন্ত দেখা গেল লং টার্ম না হলেও একটা হাল্কা মিড টার্ম কারেকশন হয়ে উঠল এই সংশোধনী পর্ব। আড়াই মাস তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক ডিএমএ বা গড়পরতা দাম ঘেঁটে দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত সময়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ নভেম্বর – ২৬ নভেম্বর, ২০২১

মেষ : নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ : বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মে যশ ও খ্যাতি।

মিথুন : শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন । কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

কর্কট : শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে।

সিংহ : আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

কন্যা : আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম ও পদোন্নতির যোগ আছে।

বৃশ্চিক : সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

ধনু : অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

মকর : শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

মীন : ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অসহায় দরিদ্র মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ করলেন পিতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের পাতিবুনিয়া গ্রামের বোম বুড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে ১১০ জন অসহায় মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র ও শিশুদের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেন। পুত্রহারা মনোতোষ বাবুর এমন মহান উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পরিবারের সকল সদস্য সহ প্রতিবেশীরা। ২০০২ সালে তাঁর সন্তান অনির্বাণ জ্যোতি বর্মন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবাকে উপেক্ষা

করে ২০০২ সালের ২ অক্টোবর পরলোক গমন করে তাঁর সন্তান। ছেলের আকস্মিক মৃত্যু হয়। সেটা মেনে নিতে পারেনি মনোতোষ বাবু। এই প্রসঙ্গে মনোতোষ বাবু জানিয়েছে, ছেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় অসহায় মানুষদের আমার সাধ্যমত আমি সাহায্য করে থাকি। কী আনন্দ অসহায় দুঃস্থ মানুষজন তা জানেন না। দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে রয়েছেন তারা। আর সেই কারণে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে নতুন শীতবস্ত্র আর শিশুদের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দিয়েছি। কারণ তাদের মধ্যে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে দেখতে পাই। এদিন আচমকা এমন নতুন শীতবস্ত্র সামগ্রী পেয়ে পুত্র শোকগ্রস্থ পিতাকে হাসি মুখে আশীর্বাদ করছেন অসহায় মানুষজন। এমন মানবিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ভাগ্যধর মন্ডল, মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিক দেবাশীষ বর্মন, চিকিৎসক কমলাকান্ত মান্না, রবিন দাস, সমাজসেবী সুকুমার বেরা সহ অন্যান্যরা। এই প্রসঙ্গে দেবাশীষ বর্মন বলেন, করোনার প্রকোপে লকডাউনে কোন উপার্জন না হওয়ায় সাধারণ মানুষজন রয়েছেন অসহায় ভাবে। চরম সংকটময় মুহূর্তে এমন শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি এলাকার অসহায় দরিদ্র পরিবার গুলো।

আত্মঘাতী স্বাস্থ্য কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়ের মৃত্যুর ঘটনা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হলো রায়গঞ্জ এর একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মী। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে মহিলার নাম সুজাতা মন্ডল। বয়স ৪৪

বছর। ভদ্রমহিলা রায়গঞ্জের শ্যামা পল্লী এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনা শুনে পুলিশ আজ সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মহিলার মৃতদেহটি উদ্ধার করে, এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়া পর বিকেলবেলায় ওই মহিলার পরিবারের হাতে মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে কিছুদিন আগে সুজাতা মন্ডল-এর মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুন করেছে। মূল অভিযুক্ত অরিন্দম মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । এই ঘটনার পর থেকে অবসাদে ভুগছিলেন ওই মহিলা। প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে অবসাদের কারণে আত্মহত্যা করেছে সুজাতা।

মেলা বসছে না রাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শালবাড়িতে এবার রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা বসছে না। শুধুমাত্র রাসচক্র উদ্বোধন, রাসপূজা ও সংক্ষিপ্ত কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। জানা গেছে, শালবাড়ি রাস উৎসব এবার ৮ তম বর্ষে পড়ল। বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাস উৎসব উপলক্ষে এখানে বেশ কয়েকদিন ধরে মেলা হয় এবং সেইসাথে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে এবারে করোনা আবহে শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য কিছু অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তবে কোনো মেলা হবে না। শুধুমাত্র স্থানীয় কিছু দোকানপাট আসতে পারে। মঙ্গলবার শালবাড়ি ফুটবল ময়দানে সেই রাস উৎসব উপলক্ষে প্যান্ডেলের কাজ কর্ম চলছে। এবিষয়ে মেলা উদ্যোক্তা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুশীল কুমার রায় বলেন,করোনা আবহে সরকারি নির্দেশে এবার এখানে মেলা হচ্ছে না। শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করা হবে।

২বছর পর খুলল স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের নির্দেশে প্রায় দু বছর পর স্কুল খুললো মঙ্গলবার। স্কুল খোলায় খুশি পড়ুয়া সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রতিটি স্কুলে আসা ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সাদরে গ্রহণ করা হয়। এদিন স্কুলে প্রবেশ পথেই মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং উপহার তুলে দেওয়া হয় ছাত্র ছাত্রীদের। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপের নির্দেশে জেলা জুড়েই প্রত্যেক স্কুলে আসা ছাত্র ছাত্রীদের মাস্ক এবং উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মতো বেতগাড়া চারেরবাড়ি নগেন্দ্র নাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসা ছাত্র ছাত্রীদের মাস্ক এবং কলম উপহার দেন আমগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও এদিন স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিতি খুব কম ছিল। তা সত্ত্বেও যারা এসেছেন এবং শিক্ষক শিক্ষিকারও উৎসাহের সাথে সময়ের আগেই স্কুলে পৌঁছেছেন বলে জানান বেতগাড়া চারেরবাড়ি নগেন্দ্র নাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ভৌমিক

দেখা নেই প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর এক ব্লকের ধানঘোরি গ্রামের রাস্তাটি সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। ওই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গত ৯ আগস্ট গ্রামবাসীরা লালগড় দহিজুড়ির মাঝে আমায় নগর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। সেই সময় বিনপুর এক ব্লকের বিডিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তারপর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। তাই সোমবার সকাল থেকে লালগড় দহিজুড়ি বাস রাস্তার মাঝে আমায়নগর এলাকায় ধানঘোরি গ্রামের গ্রামবাসীরা রাস্তার উপর গাছ ফেলে পথ অবরোধ শুরু করেছে। যে পথ অবরোধ মঙ্গলবারও অব্যাহত রয়েছে। পথ অবরোধ দুই দিনে পড়লেও প্রশাসনের কোনো আধিকারিক ঘটনাস্থলে যায় নি। যার ফলে লালগড়ের সাথে ঝাড়গ্রাম জেলা শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনাস্থলে প্রশাসনের কেউ সোমবার থেকে আসেনি এবং রাস্তা সংস্কারের কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তাই তারা ওই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে জানান। যার ফলে লালগড় এর সাথে ঝাড়গ্রাম জেলা শহরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। তাই ওই রাস্তায় বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়েছে। বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে গ্রামবাসীদের দাবি আমাদের রাস্তা সংস্কারের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই আমরা অবরোধ তুলবো, না হলে আমাদের পথ অবরোধ লাগাতার চলবে।

পুলিশের প্রত্যার্পণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ প্রত্যার্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে যাদের মোবাইল ফোন গুলি হারিয়ে গিয়েছিল তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানে ২২৭ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বজিত ঘোষ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার সহ পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যায় যে ২০১৯ সাল থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যার্পণ কর্মসূচি শুরু হয়। মঙ্গলবার মোবাইল ফোন গুলি তুলে দেওয়ার পর ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ২০১৯ সালে প্রত্যার্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ৫৮০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে যাদের ফোন চুরি বা হারিয়ে গিয়েছিল তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দুই হাজার কুড়ি সালে ২৫০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০২১ সালে ৪০০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।তার মধ্যে মঙ্গলবার ২২৭জনের হাতে তাদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও এই কর্মসূচি ঝাড়গ্রাম জেলায় অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি, আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যাদের ফোন হারিয়ে গিয়েছিল বা চুরি হয়ে গিয়েছিল তারা থানায় অভিযোগ করেছিল। সেই অভিযোগ গুলি পুলিশ খতিয়ে দেখে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করার জন্য এই প্রত্যার্পণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মোবাইল ফোন ফেরত পেয়ে খুশি বাঁকুড়ার মনোরঞ্জন সাইনি, রায়পুরের বাবুরাম টুডু, লালগড়ের প্রকাশ মাহালি, ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা শুভজিৎ কুন্ডু সহ অন্যান্যরা। তারা ঝাড়গ্রাম পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান এবং পুলিশ প্রশাসনের এই ধরনের কাজে তারা খুশি বলে জানান।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্না ঘরে একের পর এক ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, আতঙ্ক এলাকায়। মঙ্গলবার ধূপগুড়ির তেঁতুলতলা কলীরহাট তেঁতুলতলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে রান্না ঘরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম কনাই হাজার (৫০)। দেড় বছর আগে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের এই জায়গা থেকে তার ছেলে সঞ্জয় হাজরা (১৮) এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এদিন স্থানীয়রা সকালে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। এরপর খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃতার পরিবারের দাবি, মৃতের ছেলে এবং স্ত্রী মারা যাওয়ার ফলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হীনতায় ভুগছিলেন। ধূপগুড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

অবশেষে চালু হল স্কুল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম: করোনা পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ গুলি বন্ধ ছিল। তবে অনলাইনের মাধ্যমে পঠন-পাঠন চালু ছিল। অবশেষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলার স্কুল কলেজগুলি চালু হয়। স্কুল কলেজগুলিতে পড়ুয়াদের কী করতে হবে তা স্কুল-কলেজের সামনে নির্দেশিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ও কলেজে প্রবেশ করতে হয় । নির্দেশিকায় লেখা ছিল ছাত্র ছাত্রীদের মাস্ক পরে থাকতে হবে, রাখতে হবে স্যানিটাইজার, দূরত্ব বিধি মানতে হবে। অন্যের খাবার জলের বোতল বই খাতা পেন ব্যবহার নয়। বিদ্যালয় ও হাত পরিষ্কার না করে মুখে হাত নয়। এরূপ একাধিক নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হয়। সেই নির্দেশিকাগুলি বিদ্যালয় ও কলেজের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। স্কুল কলেজগুলিতে প্রতিটি বেঞ্চে দুজন ছাত্র ছাত্রীর বসার ব্যবস্থা ছিল। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পঠন পাঠন মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পর স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে পেরে খুব খুশি। সেই সঙ্গে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। তাই মঙ্গলবার সকাল থেকে স্কুল-কলেজগুলির সামনে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকদের উপস্থিত ছিল ভালো। স্কুল-কলেজের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের থার্মাল গান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কারণ কারো করোনা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার পর ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় । তবে নিয়ম মেনে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজে আসবেন বলে জানান। তাই স্কুল খোলার প্রথম দিনে স্কুল ও কলেজে আসতে পেরে খুশিতে ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

Nehru Yuva Kendra Kolkata North, West Bengal
(Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, GoI)
Declamation Contest 2021-2022

Nehru Yuva Kendra Sangathan is going to organize Declamation Contest on Patriotism & Nation Building with the theme of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas at Block (screening only), District, State & National level as part of Republic Day Celebrations, 2022. Eligible youths of Kolkata-North(From 1 to 59 and 62 KMC wards) in the age group of 18-29 yrs. may participate in the Block level screening and District Level Contests. The 1st Prize winner from District level Contest would be invited to participate in next higher level of competition. The 1st, 2nd and 3rd Prize winners at District, State & National level Declamation Contest will be awarded cash prize & Certificates. For more details visit NYKS website i.e.www.nyks.nic.in and contact Nehru Yuva Kendra Kolkata-North (46, Canal West Road,Kolkata-4).

Contact No.-9831037574/033-25556620,dyc. kolkata1@gmail.com) for submission of duly filled in application and other details. Last date of submission of application is 27.11.2021.

Burdwan ps case No.626/18 u/s 363/365 IPC

আরতি শর্মা বয়স 17 বৎসর, বর্ধমান শহর থেকে গত 14.09.2018 তারিখ থেকে নিখোঁজ।খোঁজ পেলে নিচের ফোন নাম্বারে খবর দিন। 03422664466/7001420495

পাত্রী চাই

সুভদ্র, সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালী পাত্রী চাই। চাকরি অথবা ব্যবসার করার উদ্যোগ থাকলে ভালো হয়। পাত্র বরোদার (গুজরাত) স্থায়ী বাসিন্দা। একমাত্র সন্তান, MBA, বেসরকারী সংস্থায় হিউম্যান রিসোর্স বিভাগে কর্মরত। বরোদায় নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। বয়স ৩০; উচ্চতা ৫ ফুট ০৪ । তাড়াতাড়ি বিবাহে ইচ্ছুক। ফোন ও হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর-- **9836449216...** আগ্রহীরা স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ করতে পারেন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

সেনাপতি কার্তিক

কলকাতা ঃ ৩ অগ্রহায়ণ – ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ ঃ ২০ নভেম্বর – ২৬ নভেম্বর, ২০২১ Kolkata : 20 November - 26 November 2021

স্কন্দ–কার্ত্তিকেয় উৎসব ও বাঁশবেড়িয়া

অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলি জেলার উত্তরভাগে একটি বর্দ্ধিষ্ণু মফস্বল হিসাবে বাঁশবেড়িয়ার পরিচিতি বেশ প্রাচীন। হুগলি জেলা গঠনের পূর্বে এই শহর বা গঞ্জটি সপ্তগ্রামের আর্শা পরগণার অন্তর্গত ছিল। সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বন্দরের অন্যতম গ্রাম হিসাবে বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটির অস্তিত্বকে সকল ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। এবং এই শহরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'গঙ্গারিদাই' রাজ্যের গঙ্গে বন্দর হিসাবে এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসে তাম্রলিপ্তি বা 'দামলিপ্তি' বন্দরের উল্লেখ থাকলেও 'গঙ্গারিদই' রাজ্য এবং তার রাজধানী 'গঙ্গে' বন্দরের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মহাকবি কালিদাসের 'রঘু বংশম' কাব্যে এই রাজ্যের আভাস পাওয়া যায় অথচ বিদেশী ভ্রমণকারী প্লিনি, পেরিপ্লাস, টলেমি প্রভৃতি পর্যটকদের গ্রন্থে শক্তিশালী 'গঙ্গারিদই' রাজ্যের কথা জানা যায়। সম্প্রতি চন্দ্রকেতু গড় ও তদ্ সন্নিহিত অঞ্চল উৎখননে কিছু প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেলেও ওই রাজ্য এবং 'গঙ্গে' বন্দর সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। অপরদিকে সপ্তগ্রাম ও তদ্ সন্নিহিত অঞ্চলে যথাযথ অনুসন্ধান হয়নি এবং 'জাফর খাঁ গাজী দরগার স্থলের ব্যবহৃত ভগ্ন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তরগুলি ছাড়া কোনও প্রাচীনতম নিদর্শনও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। কারও কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে কালো মাটির পাত্র, পোর্সেলিন পাত্রের টুকরো, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভগ্ন, অভগ্ন মাটির তৈজস পত্র এতদ্ঞ্চলের প্রাচীন জনবসতির সাক্ষ্য বহন করলেও সেগুলির যথাযথ বয়স নির্ধারণ হয়নি। ফলত সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের এক অস্বচ্ছ ইতিহাসকে ধারণ করেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে সরকার সাতগাঁও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল হলেও বিদেশী বণিকদের আগমনে ব্যান্ডেল, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি নদী তীরবর্তী স্থানগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠায় সপ্তগ্রাম ধীরে ধীরে তার জৌলুস হারাতে থাকে। আকবরের পরবর্তী সময়ে পাটুলীর জমিদাররা সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব আদায়ের জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন। এই বংশের রাজা রামেশ্বর রায় ঔরঙ্গজেবের সময়ে পাকাপাকিভাবে বাঁশবেড়িয়াতে চলে আসেন এবং এই অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নানা পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়া বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া)তে গড়ে ওঠে বস্ত্র, কংস, স্বর্ণ সহ নানা শিল্প, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসে জোয়ার, কাশী থেকে বাঁশবেড়িয়ায় আগমন ঘটে পণ্ডিত শিরোমণি রামশরণ তর্কবাগীশের। দাঁইহাট অঞ্চল থেকে হাজির হন টেরাকোটা শিল্পীরা। ১৬৭৯ সালে নির্মিত হয় অনিন্দ্য সুন্দর টেরাকোটা শিল্প সমন্বিত বিষ্ণু মন্দির যা আজও বাংলার গৌরব। বিষ্ণু মন্দিরের পথ বেয়ে আরও কয়েকটি মন্দির নির্মিত হলেও তা কালের গর্ভে সমাসীন। ওই সময় থেকেই বাঁশবেড়িয়ায় দোলদুর্গোৎসব পর্বের সূচনা হয়। বাঁশবেড়িয়া রাজ পরিবার একদিকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণু মতাবলম্বী অপর দিকে শাক্ত পূজারী। ফলত তাঁরা উভয় ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বংশের তান্ত্রিক সাধক রাজা নৃসিংহদেব রায় দেহতত্ত্বের আধারে হংসেশ্বরী মন্দিরের রূপ কল্পনা করেন। ১৮০২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ছোট রাণী শঙ্করী উক্ত মন্দির নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮১৪ সালে ৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উক্ত মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ত্রয়োদশ রত্ন বিশিষ্ট ছয়টি তল বিশিষ্ট এই মন্দির ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্য। সমগ্র মন্দিরটি পোড়া ইঁট এবং চুনারের বেলেপাথরে নির্মিত। প্রতিবৎসর দুর্গাপুজো কালীপুজোয় বিশেষ উৎসব পালিত হয়। দেশ বিদেশের মানুষের সমাগম হয়। মাতৃমন্দির আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। কালীপুজো ছাড়াও প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বিশেষ পুজো, স্নান যাত্রার দিন দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসের পুজো, দশহরা তিথিতে গঙ্গাপুজো, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পুজো, মাঘ মাসে সরস্বতী পুজো, ফাল্গুন মাসে দোল, শিব রাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে নীল পুজো অনুষ্ঠিত হয়। রাজা রামেশ্বর দত্তের সময়ে বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কৃষ্ণপুর অঞ্চলে কয়েকটি মেলার সম্ভবত পুনরুজ্জীবন ঘটে। তার মধ্যে ত্রিবেণীর উত্তরাণ (উত্তরায়ণ) এর মেলা, বারুণী মেলা, কৃষ্ণপুরের রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটে উত্তরায়ণের মেলা, বংশবাটীর সাজিবাড়ির রথের মেলা উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (সম্পাদক : অশোক মিত্র) ২য় খণ্ডে এই মেলা সম্পর্কে লেখা আছে– 'প্রতি বৎসর ১ মাঘ এই শ্রীপাটে ও তৎপার্শ্বস্থ সরস্বতী নদীতীরে উত্তরায়ণ মেলা যুগ যুগ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ...সেদিন সমবেত নরনারী তথায় রন্ধনকার্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য গাড়ি গাড়ি কপি, আলু, বেগুন মাছ তরিতরকারী মাটির হাঁড়ি তথায় বিক্রয় হয়।'' বর্তমানে এই মেলাটি মাছের মেলা নামে বিখ্যাত। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দ্বারা প্রবর্তিত মেলায় 'মাছের' অনুপ্রবেশ নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। ত্রিবেণীর উত্তরাণ বা উত্তরায়ণের মেলাতেও ওই রূপ মধ্যাহ্ন ভোজনের রীতি ছিল যা আজ ক্রমক্ষীয়মাণ। অথচ এই প্রথাগুলি আমাদের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করত।

বাঁশবেড়িয়া ও তদ্সন্নিহিত অঞ্চলে ''কার্তিক পূজা একটি বিশেষ উৎসব হিসাবে পরিগণিত। কার্তিক মাসেতে দেখ কার্ত্তিকেয় পূজা। পরদিনের ঘট আঁকি বাতির করে সাদা। সারা রাত্র হুলা মেলা গীতবাদ্যি বাজে। কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে।'' ময়মনসিংহ গীতিকারের এই গান তখন লোকমুখে প্রচলিত ছিল। লোক আঙ্গিকের দেবতা কার্তিক ঠাকুর ঠিক কবে থেকে বাঁশবেড়িয়া চুঁচুড়া অঞ্চলে প্রধান উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল তা গবেষণার বিষয়। ভারতীয় পঞ্চোপসনায় বিষ্ণু, সূর্য, শিব, শক্তি, গণপতি আরাধ্য দেবদেবী হিসাবে স্থান পেলেও কার্তিক সেখানে ব্রাত্য। অথচ সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহরে কয়েকটি সিল পাওয়া গেছে যার মুখ্য বিষয় হল একটি অশ্বত্থ বা পিপ্পল জাতীয় বৃক্ষের তলে একটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তি, একটি পার্শ্বে দণ্ডায়মান Bull goat man হল অগ্নি, সপ্ত অথবা ছয়জন মাতৃমূর্তি হল কৃত্তিকাগণ এবং নতজানু মূর্তিটি হল স্কন্দ বা কার্তিকেয়। এই সিলগুলি দেবতা কার্ত্তিকের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। যা খ্রীষ্টিয় ৫০০০ বছর পূর্বেকার। যদিও সকল পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত নন। ঋক বেদে উল্লিখিত 'মুরুগা' কেও অনেকে কার্তিকেয় বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিকুমারও কার্তিকেয়। Hopkins সাহেবের মতে Skanda is a composit god. First there is Agni-Kumara formally indentified. On the other hand as son of Agni Skanda was identified with all burnings (fever) and other afflictions. The God who represented fire and afflictions was naturally associated with the troops of afficting being grouped about Siva and so became son of Siva.'' Hopkins সাহেব স্কন্দকে Composite god বলে উল্লেখ করলেও অনেকে আলেকজান্ডারের সংস্কৃতায়ন স্কন্দ বা কার্তিকেয় বলে মনে করেন। কিন্তু এ মত ভ্রান্ত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কার্ত্তিকেয় বা সনৎকুমারের উল্লেখ পাওয়া যায় এমন কি আবেস্থাতেও Skando শব্দটি পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের ধূর্তকল্প পরিশিষ্ঠে স্কন্দ চোর ডাকাত বা অপরাধমনস্ক ব্রাত্য জনের আরাধ্য দেবতা হিসাবে কথিত। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর সময়ে রচিত 'সমবিধান' পুস্তকে স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লিঙ্গ পুরাণ, বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দ উল্লেখিত। উপরিউক্ত পুরাণগুলিতে কার্ত্তিকেয়র জন্ম কথার নানা কাহিনী পাওয়া যায়। একদিকে কার্তিক অগ্নি স্বাহার পুত্র অপরদিকে শিব পাবর্তীর পুত্র। কার্ত্তিকেয় সূর্য বা আদিত্যর অংশ স্বরূপ সে কারণে দুর্গার বাঁদিকে নবোদিত সূর্যের প্রতীক সরস্বতীর সাথে শৌর্যের প্রতীক কার্ত্তিকেয়র জন্ম কথার আধারে রচিত। কার্ত্তিকেয় অযোনি সম্ভূত তাঁর বয়স যখন সাতদিন তিনি তারকাসুরকে বধ করেন। একথা অনস্বীকার্য যে নানা দেবভাবনার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে স্কন্দ কার্ত্তিকেয় দেব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং রাজানুগ্রহ লাভ করেছে। দক্ষিণ ভারতের ইক্ষ্বাকু, কদম্ব, গুপ্ত বংশ, কুমার গুপ্ত, স্কন্দ গুপ্ত সহ কুষাণ রাজ বংশের নরপতিদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন কার্ত্তিকেয়। সেই সময়কার মন্দির স্থাপত্য, মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য আমরা পাই। যৌদ্ধেয় জনজাতির আরাধ্য দেবতা কার্ত্তিকেয়। তাঁকে তারা war of god হিসাবে পূজা করত। হিন্দু ধর্ম দর্শনের পাশাপাশি বৌদ্ধতন্ত্রেও কার্ত্তিকেয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে উল্লিখিত। বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রে স্কন্দ, ইন্দ্র, ষষ্ঠী, ষণ্মুখ, বিশাখ জয়ন্ত মহাসেন সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি নামগুলি পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতি এবং লোকভাবনায় কার্তিক প্রধান দেবতা হিসাবে আসন লাভ করেছে। ভারতবর্ষে ১২ মাসের একটি মাসের নাম কার্তিক। দক্ষিণভারতে সুব্রহ্মণ্য বা মরুগান প্রধান দেবতা হিসাবে পূজিত। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে কার্ত্তিকেয় ষষ্ঠী, কুমার ষষ্ঠী ইত্যাদি ব্রত আজও নিষ্ঠাভাবে পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে P. Thankappan Nair এর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ''There is not a village, however small, which does not posses a shrine for Subramanya in South India. The fact the popularity of the deity with the Dravidians is so great that people are tempted to build shrines for him in all places, such astowns villages, gardens, mountains top and other odd places.''

মহা কালীতলা কিশোরী বাহিনী ৫৭তম বর্ষে নটরাজ পূজা। জমিদার বাড়ি তামার উপর প্রাচীন হস্তশিল্পের সম্ভার। প্রতিবন্ধী ছাত্রী কার্তিক দর্শনে করছেন প্রার্থনা।

বাংলায় কার্ত্তিক উপাসনা বেশ প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতের মত উত্তর ও পূর্ব বাংলায় শস্য রক্ষক দেবতা হিসাবে কার্ত্তিক মাসে সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পুজো হয়। সন্তান কামনার্থে কার্ত্তিক পুজোর রীতি আজও প্রচলিত। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি নব বিবাহিত দম্পতির বাড়িতে গভীর রাতে দরজার সামনে কার্ত্তিক ঠাকুর বসিয়ে দিয়ে কাঁসর বাজিয়ে চলে যেত। গৃহস্থ সেই মূর্তি ঘরে এনে পুজো করত। প্রাবন্ধিক অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ''ভাগীরথী নদীর দুই ধারে (উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহর এবং হুগলীর সাহাগঞ্জে) কার্ত্তিক পুজোর কালে ধান, কচু, ছোলা, মটর, শুশনি শাক সহ ইতু ঘট দেওয়া হয় এবং কার্ত্তিকের সঙ্গেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বঙ্গদেশের বারবণিতা মহলেও কার্ত্তিক পুজোর প্রচলন আছে। বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে এই পূজো এককালে বেশ জাঁক জমকের সাথে অনুষ্ঠিত হত।

বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে কার্ত্তিক পুজোরউৎস অনুসন্ধানে আমার অনুমান, বাংলার যোদ্ধা জাতি হিসাবে কাক্ষত্রিয় (কাদি), উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি), কৈবর্ত (কেওট), বাগ্দী (বাগদি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেরিপ্লাসের গ্রন্থে এই সমস্ত পরাক্রমী যোদ্ধা জাতিদের গঙ্গারিডি রাজ্যের কথা জানা যায়। এই জাতিগুলি 'war of god' হিসাবে কার্ত্তিকেয়র পুজো করতো। হয়তো সেই ধারাটি আজও প্রবহমান। কাটোয়া দাঁইহাট অঞ্চলে উগ্রক্ষত্রিয়দের 'কার্ত্তিক লড়াই' সেই শৌর্যের বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে অনেক জমিদারদের বসবাস ছিল। তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তার কারণে লেঠেল পুষতেন। কার্ত্তিক পুজোর বিসর্জনের দিন ওই লেঠেলরা সারা অঙ্গ তৈলসিক্ত করে লাঠি হাতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন। লাঠিখেলার নানা কসরতের প্রদর্শনী ছিল মুখ্য আকর্ষণ। সেদিনের আর্যেতর সমাজের উৎসব আজ আপামর জনসাধারণের উৎসব হয়ে উঠেছে।

বাঁশবেড়িয়ার কার্ত্তিক উৎসবের অন্যতম হল নানা সাজের কার্ত্তিক ও বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো। কার্ত্তিক এখানে নানা সাজে নানাবেশে দর্শকের কাছে হাজির হন। তার মধ্যে বাবু কার্ত্তিক, রাজা কার্ত্তিক, ষড়ানন, ধুমো কার্ত্তিক, অর্জুন কার্ত্তিক, জ্যাংরা কার্ত্তিক, জামাই কার্ত্তিক, সেনাপতি কার্ত্তিক প্রধান। কার্ত্তিকেয়র বিবাহ সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত। একদিকে তিনি অবিবাহিত, অপরদিকে তাঁর দুই স্ত্রী দেবসেনা ও ষষ্ঠী। বাঁশবেড়িয়ার গলিতে গলিতে 'ষষ্ঠীর থান' কার্ত্তিক অনুসঙ্গকে স্মরণ করায়। পানমৌরী ঘাটের কার্ত্তিকের দুপাশে দুই বিদেশী বরকন্দাজের অবস্থান, বিদেশীদের কার্ত্তিক পুজোয় অংশগ্রহণের কথা মনে পড়ায়। এছাড়া অন্যান্য কার্ত্তিক মূর্তিগুলি আকারে বৈভবে অনন্য। কার্ত্তিক উৎসবে মহাদেবও নানা মূর্তিতে পূজিত হন। কাংস বণিক, স্বর্ণ বণিকের আরাধ্য দেবতা মহাদেব। মাঝের সড়কের বণিকদের মহাদেব পূজা তিন শতাধিক বৎসরের পুরাতন বর্তমানে সর্বজনীন চেহারা নিয়েছে। এছাড়া সাহাবগঞ্জের কাঁসারী পাড়ার মহাদেবও বেশ প্রাচীন। কুণ্ডগলির নটরাজও এই অঞ্চলের কার্ত্তিক উৎসবে নব জাগরণের প্রতীক। এই মূর্তিভাবনার রূপকার হিসাবে বৈদ্যনাথ শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। মহাদেবের অন্যরূপের মধ্যে রুদ্র ও সতীর দেহত্যাগ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নারায়ণ, ভারতমাতা, কামধেনু, রাধাকৃষ্ণ, তারা মা, গণেশ, গরুড়পক্ষী, কালীয় দমন, সন্তোষী মাতা, কমলা মাতা, লোকনাথ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণার্জুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মানচিত্র প্রকাশ করা হয় তাতে কমবেশি ৮৭টি পুজো চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সমগ্র উৎসব আজ মোটের ওপর সুশৃঙ্খল। বিগত ২ বছর ধরে করোনার প্রভাবে শোভাযাত্রা তার জৌলুস হারিয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে কার্ত্তিক উৎসব আজ আপামর বাঁশবেড়িয়াবাসীর প্রাণের উৎসবে পরিণত। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও এই উৎসব যাতে সফল হয়ে ওঠে তার জন্য পুর প্রধান আদিত্য নিয়োগী, উপপুর প্রধান অমিত ঘোষ সহ সমগ্র পুর প্রশাসন সদা সতর্ক।

তথ্যসূত্র

১) প্রতিমা শিল্পে হিন্দু দেবদেবী : কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

২) হিন্দুদের দেব দেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ : হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

৩) Skanda Karttieya (A study in the origin and development : Prithvi Kumar Agrawala)

৪) স্কন্দ কার্ত্তিকেয় উৎসব : অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

৫) স্কন্দ কার্ত্তিকেয় : ধর্ম উপাখ্যান– ইতিহাসের আলোকে।– অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

৬) পশ্চিমবঙ্গের পুজো পার্ব্বন ও মেলা : সম্পাদনা অশোক মিত্র

৭) সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিকথা : অনুখ্যান– অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে

সূর্যতরুণ সংঘের ৬২ বছরের এবারের ভাবনা সোনার বাংলার কৃষিশিল্প। কার্তিক এখানে অর্জুন কার্তিক হিসাবে পূজিত হচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ সংঘ ৬৮তম বর্ষে এবারের আকর্ষণ রাজস্থানের নারায়ণ মন্দির। এখানে কার্তিক নারায়ণরূপী।

অনির্বাণ সংঘের ৪০তম বর্ষে তারা ফুটিয়ে তুলেছেন বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাট। বিরাট পুকুরকে গঙ্গানদীর ঘাটে পরিণত করেছেন সুন্দর সজ্জায়। সেখানেই হচ্ছে আরতি। থিম হলো বংশবাটীতে বারানসী।

১৭তম বর্ষে আগন্তুক ক্লাবের নব প্রজন্মের হাতে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ।

আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা প্রতিটি বিভাগে একে অপরকে টেক্কা দিয়ে দর্শনার্থীদের বিচারে সেরা হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্নায়ুর লড়াই শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত কয়েকটি পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করেন। বাঁশবেড়িয়া পুরসভা ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এবার সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া এলাকায় প্রায় আড়াইশোটি পুজো হচ্ছে।

তথ্য:মলয় সুর, ছবিগুলি তুলেছেন অরুণ লোধ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২০ নভেম্বর – ২৬ নভেম্বর, ২০২১

কাঁটা তারের কাঁটা

সেদিন কেউ কথা বলেনি। কোনও বিদ্বজ্জন ব্যক্তি পথে নামে নি। দেশটা ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বজন হারানোর ব্যথা ভুক্তভোগী পরিবারগুলি আজও বহন করে চলেছে। জাতীয় নেতাদের ঠাণ্ডা ঘরের সিদ্ধান্ত ভৌগোলিক ভাবে ভারতবর্ষ তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সাধারণ মানুষ স্বপ্নেও ভাবেনি এদেশ ওদেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তাদের সর্বস্ব হারাতে হবে। মুক্তি যুদ্ধের রক্তাক্ত লড়াইয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বহুদিন অরক্ষিত সীমানায় আন্তর্জাতিক আইনের রক্তচক্ষু ততটা বিব্রত করেনি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক কিংবা গণমাধ্যমকে। গত দু দশক আগে কাঁটা তারের বেড়া বসেছিল সীমান্তে। সীমানায় নানা অবৈধ অনুপ্রবেশ চোরাচালানের কারণে আর অরক্ষিত থাকেনি দুই বাংলার সীমানা।

সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে রোদ জল বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিন রাত যারা পাহারা দিচ্ছেন তারাই সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছেন। দেশের দুর্ভাগ্য কাশ্মীর কিংবা মণিপুর নাগাল্যান্ডের যখন কোনও সেনা জওয়ান শহিদ হন তখন রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার শেষে এক বুক হাহাকার থেকে যায় সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির কাছে। বারংবার এ দৃশ্য দেশবাসী দেখেছে। কেন তাদের প্রাণ হারাতে হয় এত বছর বাদেও এ প্রশ্ন রাজনীতিকরা তোলেন না। ভোটমুখী রাজনৈতিক দলগুলি জাতপাত আর স্থানীয় 'চাহিদা'র কথা মাথায় রেখে দেশের প্রতিরক্ষার সম্ভাব্য দুর্বলতার কথা মাথায় আনেন না।

সম্প্রতি গুজরাটের সীমানায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ ৮০ থেকে ৫০ কিলোমিটার অন্যদিকে পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অঞ্চলে ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার এক্তিয়ার ভুক্ত হওয়ার কারণে রাজ্য রাজনীতিতে সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব নিতে চলেছে। এমন কি স্বরাষ্ট্র দফতরেও এই নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে। বিএসএফের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে তাদের এক্তিয়ার ৫০ কিলোমিটার হলেও গ্রেফতার বা অন্যান্য ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ওপর নির্ভর করতে হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চল খুব একটা কম নয়। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে উত্তেজনা বরাবরের সাম্প্রতিক সময়ে গোরুপাচার, সোনাপাচার, ড্রাগ এমনকি মানবপাচারের মতো অপরাধ ক্রমবর্ধমান। বিএসএফের লড়াই এরই বিরুদ্ধে। চোরাচালানকারীরা কোনওরকমে ১৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে গেলে তারা গোয়েন্দা নজরদারির বাইরে চলে যায়। এ কারণেই স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার নজরদারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলি বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কিছু অধিবাসী এবং ধীবর সম্প্রদায় অভিযোগ তুলেছেন বিএসএফের বিরুদ্ধে। রাতের বেলা বিশেষ করে মাছ ধরতে যাওয়ার সময়ে বিএসএফের জেরার মুখে পড়েন তারা। ঘটনা বাস্তব হলেও দেশের সুরক্ষা আগে। বিএসএফের টহলদারি এবং নজরদারি সবটাই অপরাধ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে।

সম্প্রতি বিখ্যাত অভিনেত্রী অপর্ণা সেন প্রশ্ন তুলেছেন কাঁটা তার এবং বিএসএফের কার্যকলাপ নিয়ে। যদিও বহু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিশেষকরে দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশে যে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ঘটেছিল সে সময়ে এমন গুণী 'বুদ্ধিজীবীদের' অস্তিত্ব সম্পর্কে রাজ্যের সাধারণ মানুষ টের পাননি। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিএসএফের জওয়ানরা আমাদের সহ নাগরিক, তাঁদেরও পরিবার পরিজন রয়েছে। দিনরাত এক করে তাদের দেশসেবা এবং কতব্য করতে জনসমক্ষে ছোট করার মানসিকতা বেদনাদায়ক। দেশের সুরক্ষা অবশ্যই প্রতিটি রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের সুষ্ঠ ও সুষ্ঠ সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ-ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

কিন্তু দুরতিক্রম্যা প্রকৃতিকে শান্ত করার উপায় তারা জানে না। বহু মানুষকে ভগবদ্গীতার বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু যার দ্বারা জড়া প্রকৃতি শান্ত হতে পারে গীতার সেই বাণীকে তারা উপেক্ষা করে। একমাত্র ভগবদ্ভাবনা জাগ্রত করার মাধ্যমেই প্রবলা মায়া শান্ত হতে পারে, যা ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই মন্ত্রে শ্রীঈশোপনিষদ শিক্ষা দিচ্ছে যে, সম্ভূতি (পরমেশ্বরে ভগবান) ও বিনাশ (অস্থায়ী জড় প্রকাশ) উভয় সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে অবশ্যই জানা কর্তব্য। কেবল অস্থায়ী জড় প্রকাশকে জানার ফলে, কোনল কিছুই রক্ষা করতে পারা যায় না, কারণ প্রকৃতির গতিপথে প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস সাধন হচ্ছে। হাসপাতাল খোলার দ্বারা এই ধ্বংস সাধন থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। একমাত্র চিদানন্দময় শাশ্বত জীবনের পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই যে কেউ রক্ষা পেতে পারে। সমগ্র বৈদিক প্রণালীর উদ্দেশ্যই হচ্ছে শাশ্বত জীবন লাভের এই কৌশল শিক্ষাদান করা। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণীয় দ্রব্য দ্বারা জনগণ বিপথে চালিত

ফেসবুক বার্তা

কুংফু এসেছিল এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর হাত ধরে

চীনের কুংফু আজ বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ জনক ছিলেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী, যার না বুদ্ধভদ্র। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে চীন গিয়েছিলেন। সেখানেই তার কয়েকজন শিষ্য কুংফু-র প্রশিক্ষণ দেন। এরপর থেকেই সেখা ধীরে ধীরে কুংফু জনপ্রিয়তা লাভ করে।

দলতন্ত্র কি গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছে?

নির্মল গোস্বামী

আমরা জানি যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদযাপন হতে চলেছে। এই সুদীর্ঘ পথ চলার সময়কালে একবারই মাত্র গণতন্ত্র হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল জরুরি অবস্থার সময়। বাকি সময় মসৃণভাবে গণতন্ত্রের তরী তরতরিয়ে বেয়ে চলেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। এতো জনসংখ্যা, এতো ভাষা, এতো ধর্ম এতো জাত-বর্ণ এতো বিভেদের মাঝেও ভারতের গণতন্ত্রকে কখনও বিপন্ন হতে দেখা যায়নি। এর নিহিত কারণ খোঁজা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। গণতান্ত্রিক ঠাটবাট বজায় রেখে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বিগত ৭৫ বছরে গণতন্ত্রের কতটা উন্নতি বা অবনতি ঘটেছে তা পর্যালোচনা করা।

আমরা জানি যে ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে 'ষোড়শ জনপদের মধ্যে অনেক জনপদে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে তার উত্তরসূরী বলা যাবে না। ভারতের বর্তমান যে গণতন্ত্র তা এসেছে ইউরোপের আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা থেকে। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে যা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যার জনক রুশো, ভলতেয়ার প্রমুখ চিন্তাবিদগণ। গণতন্ত্রের সজ্ঞায় ছাত্রদের পড়ানো হয় অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এবং ফর দ্য পিপল। কিন্তু সফল গণতন্ত্রে আমজনতার অংশ গ্রহণ করা একটু দুরুহ এবং জটিল ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই আমজনতার প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। সেই প্রয়োজনেই ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। কারণ এখানে মানুষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভাজনে বহুধা বিভক্ত। তাই ভারতের গণতন্ত্রের চরিত্র হল বহু দলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দ্বিদলীয় শাসন ব্যবস্থাও চালু আছে।

বহু দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বহু জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনি প্রতিফলিত হবে আইন সভায় এবং তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠতরকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে এং সেই পথেই গণতন্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বহু দলীয় গণতন্ত্রের এটাই উপযোগিতা। আর একটি বিষয় হল দল ও সরকারের পৃথক ভূমিকা থাকবে। যদি দেখা যায় সরকার দলের ঘোষিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে কাজ করছে তখন দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীপরিষদ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারবে। দলীয় গণতন্ত্রের এটা একটা বাড়তি পাওনা।

বর্তমানে ভারতের বহুদলীয় গণতন্ত্র বয়সের ভারে ন্যুব্জ। বাইরের বেশভূষায় ঘোপদুস্তর হলেও তার শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়েছে। ভোট হয়, সরকার পাল্টায়, কিন্তু গণতান্ত্রিকতাটুকু বজায় থাকে সে প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকতে হয়।

পূর্বের রাজতন্ত্র পারিবারিক শাসন বলে প্রজা পীড়ন অত্যাচার ভোগবিলাস চলত লাগাম ছাড়া ভাবে। রাষ্ট্রের সম্পদ তাদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হত। তাই মানুষ গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল-মানব কল্যাণের নিত্তিতে। কিন্তু আজ দেশের অবস্থা অত্যন্ত সমস্যা সংকুল। দেশে লিখিত সংবিধান আছে, আইন আছে। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ আদালত আছে। তবুও প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের বাপের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হচ্ছে। মনে হয় তারা যেন গণতন্ত্রে সাধারণ রীতিনীতি ভাঙার জন্য ক্ষমতা দখল করেছে। সরকারি কাজকমে প্রতিনিয়তই আদলতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। দেখে শুনে মনে হয় আদালতই বোধহয় দেশটা চালাচ্ছে।

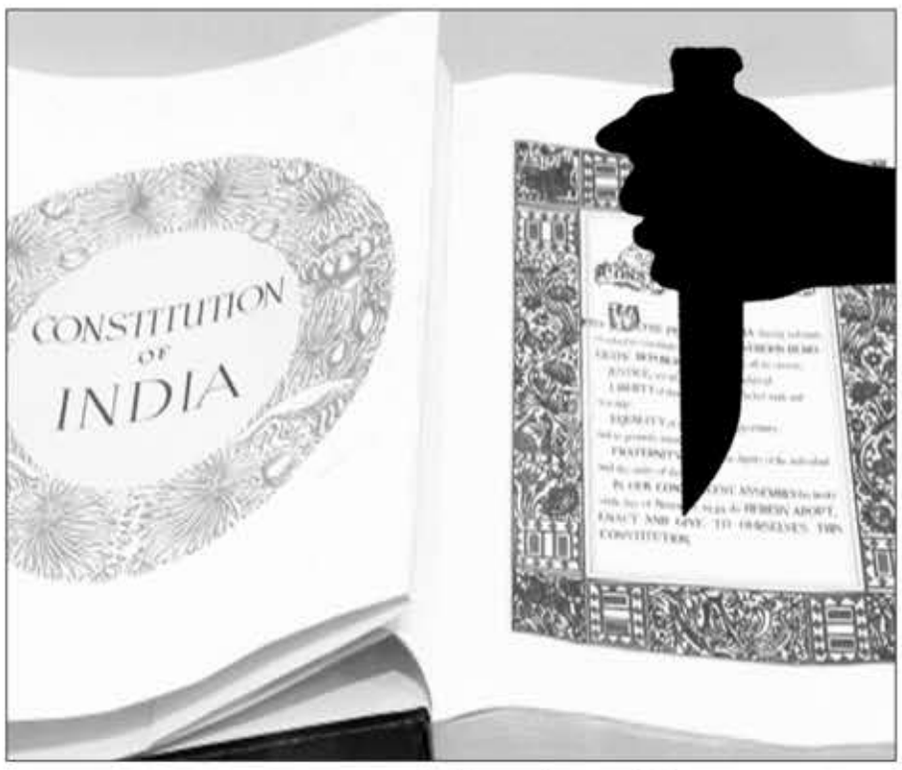

স্বাধীনতার পর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দল, সরকার আর পুলিশসহ সাধারণ প্রশাসনের পৃথক অবস্থান পরিলক্ষিত হত। তারপর ধীরে ধীরে দল সরকার আর প্রশাসনের বিভেদ মুছে যেতে থাকে। দলের প্রধানই ক্ষমতার শীর্ষে বসে চাইল। দলের সভাপতিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হল। বোধ হয় ইন্দিরা গান্ধিই এর প্রথম উদাহরণ। তারপর থেকে আজ অবধি সেই ধারাই অনুসৃত হয়ে চলেছে। তার কিছু উদাহরণ রইল।

বিএসপি দলের সভাপতি মায়াবতীর ভাইপো। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মমতা ব্যানার্জীর ভাইপো। এস পি দলের সভাপতি অখিলেশ যাদব। মুলায়মের ছেলে। আর জেডি এর সভাপতি লালুর ছেলে। এলজেএস সভাপতি রামবিলাস পাশোয়ানের ছেলে চিরাগ পাশোয়ান। দক্ষিণ থেকে উত্তর সব রাজ্যেই আঞ্চলিক দলগুলি সভাপতির পদ পারিবারিক সূত্রে গ্রথিত। কংগ্রেসের ক্ষমতা গান্ধী পরিবারের হাতে। বিজেপির বাইরে কিন্তু বর্তমানে মোদীর অমিত শাহ জুটিই দেশ এবং পার্টি চালায়। তা না হলে মোদীর বেশিরভাগ কাজই জন বিরোধী। কিন্তু পার্টির সাহস নেই তার বিরোধিতা করা।

যে দল ভোটে জেতে তারা অলিখিত ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার পায়। নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা তো সর্বোচ্চ। আর পুলিশ সহ সাধারণ প্রশাসনের আইন দ্বারা স্বীকৃত ক্ষমতা আছে। এই তিন ক্ষমতা কেন্দ্র যদি পৃথক পৃথক ভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করে তবেই গণতন্ত্রের প্রকৃত সুফল জনগণ পেতে পারে। আর যদি এই দিন ক্ষমতা কেন্দ্র এক হয়ে কাজ করে তবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তুড়ি মেরে হরণ করা যায়।

যদিও বামদলগুলো এই পারিবারিক রোগ থেকে মুক্ত। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর তারাও দল ও সরকারের মধ্যে নিরপেক্ষতার উদাহরণ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি ঘটনা। একজন আমার পরিচিত সে এক কমরেডকে বিড়লাপুরের জুট মিলে কটা চাকরি দেবার অনুরোধ করেছিল। ছেলেটি ছিল কংগ্রেস ঘেঁষা। কমরেড মলেছিল আমরা জল ছেঁচেছি, তাই আগে আমরা মাছ খাব। এই চিত্র আরও জাঁকিয়ে বসেছে। চাকরি থেকে সমস্ত সরকারী সুযোগসুবিধার সিংহভাগ চলে যায় ক্ষমতাসীন দলীয় কর্মীদের ঘরে ঘরে। যোগ্যরা বঞ্চিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এটা সমীচীন নয়। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে দল, প্রশাসন স্তরে কুক্ষিগত হয়ে থাকে, তাহলে তা আমজনতা পাবে কি করে?

পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার ঘটনা প্রবাহ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গণতন্ত্রের অসাড়তার কথা। দুই রাজ্যে একজন শাসক আর একদল বিরোধী। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি শুনলে তাদের আলাদা দল বলে চিহ্নিত করা মুশকিল। এখানে গণতন্ত্র লজ্জায় মুখ লুকিয়ে আছে। বিধানসভা থেকে লোকসভা সর্বত্রই সংখ্যা জোরের গুণ্ডাগিরি। রাফাল থেকে কৃষিবিল বিরোধীদের আলোচনায় অংশ না নিতে দেওয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যায় না। একদল বলছে কেন্দ্র পেট্রো পণ্যে জনগণকে শোষণ করছে আর একদল বলছে রাজ্য শোষণ করছে। এই লড়াইয়ে জনগণের নাভিশ্বাস। কিন্তু তবুও তারা নীরব দর্শক। লড়াই জমে, দলে দলে এখানে জনগণ কোথায়? গণতন্ত্রে গণের স্থানে দলই মুখ্য। দলে এলেই সাধু, বিরোধ দলে গেলেই চোর। এ কেমন শাসন ব্যবস্থা। দলের লোক অন্যায় করলে প্রকাশ্যে দলীয় স্তরে তদন্ত হবে। দেশের আইন তার শাস্তি বিধান করতে পারবে না। দলীয় স্বৈরতন্ত্রের ছায়া ক্রমশ দীঘতর হচ্ছে গণতন্ত্রের কলেবরে। যা ভবিষ্যতের অশনি সংকেত।

ঝড়খালিতে শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝড়খালিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক শিশু দিবস। অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি প্রদীপ কুমার রায়। এদিন কিশোরী মেয়েদের ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি প্রদীপ কুমার রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিধান বাইন, প্রণব মন্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল মিস্ত্রী, মালতি মন্ডল ও ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়ার বাসন্তী এরিয়া প্রোগ্রাম ম্যানেজার হেগো কং সাই, সিডিএফ প্রশান্ত ডিংগাল, দেবব্রত মাখাল, সমাজসেবী প্রশান্ত সরকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সমাজসেবী বিধান বাইন বলেন , শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এদিন সারাদিন শিশুদের জন্য ছিল খেলাধুলা, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, হই হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে দিনটি শিশুদের জন্য আনন্দমুখর করে তোলা হয়েছিল। গ্রামের কচি কাঁচারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের সারাটা দিন ভীষণ আনন্দের সাথে কেটেছে।

নির্মল চন্দ্র চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ প্রয়াত নির্মলচন্দ্র চৌধুরী স্মরণে ঊনবিংশতি বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা ১৪/১১/২১, রবিবার বিকালে পাঁচমাথা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।এই স্মারক বক্তৃতার উদ্বোধক ছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাস বেত্তা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। এদিন সংগ্রহশালার সামাজিক ভূমিকা, নিম্নবর্গের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মারক বক্তৃতায় অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট এর অধ্যক্ষ ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব জানান,

এই স্মারক বক্তৃতা এতো দিনে বাংলায় একটা আলাদা জায়গা করতে পেরেছে কি না জানি না, তবে এই স্মারক বক্তৃতা দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে যা সকলের প্রশংসা পেয়েছে। কয়েকটি বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশও পেয়েছে এদিনের এই সভায় সভামুখ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা বিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শচীন ভট্টাচার্য। প্রয়াত নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলার জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী পরিষদের এই স্মারক বক্তৃতা নির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য। তিনি জানান, গ্রন্থাগার পেশায় যাঁরা আলাদা জায়গা করে আছেন তাঁদের নির্মলচন্দ্র চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কারও দেওয়া হয় পরিষদের পক্ষে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার অনেকেই এই পুরস্কার প্রাপককে নির্বাচন করে দেন।

চুঁচুড়া আরোগ্যর উদ্যোগে অনাথ শিশুদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু দিবসে কচি কাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে প্রতিবারের মতো এবারও বিশেষ উদ্যোগ নিল চুঁচুড়া আরোগ্য। রবিবার ১৪ নভেম্বর অভাবের তাড়নায় হয়তো শৈশব হারিয়েছে বহুদিন আগেই। আদি সপ্তগ্রামে বিবেকানন্দ আশ্রম ও খন্যান বি. আর. আম্বেদকর সেবা প্রতিষ্ঠানের অনাথ শিশুরা একরাশ কৌতুহল উচ্ছ্বাস নিয়ে সারাদিন মেতে উঠেছিল বাচ্চাদের জন্য আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, গানের লড়াই, জাগলিং, ম্যাজিক

শো, কথা বলা পুতুল প্রভৃতি শিশুদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জাতীয় শিশুদিবসে বাচ্চাদের সেই সুযোগ করে দিল চুঁচুড়া আরোগ্য। বাচ্চাদের কোলাহলে মেতে উঠেছিল বিবেকানন্দ আশ্রমের চত্বর। চুঁচুড়া আরোগ্যর কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, এখানে প্রায় ১৫০ জন বাচ্চা এসেছিল। তাদের নিয়েই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শিশু দিবস পালন করলাম। এদিন শিশুদের সঙ্গে দিন কাটালেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা।

প্রধান শিক্ষকের বিদায়ে চোখে জল ছাত্রছাত্রী,অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক অনন্য অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকের একটি গ্রামে শিক্ষার আলোর অনন্য শিখার প্রতিভা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে করে অন্ধকার গ্রামে শিক্ষার আলো পেয়ে উন্নততর প্রতিভার সৃষ্টি হয়। তিনি বিবেকানন্দ পাল। পিতা অনন্ত পাল ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। মা সুরুচি দেবী গৃহবধূ। পাল দম্পতির সাত সন্তানের চতুর্থ ছিলেন বিবেকানন্দ বাবু। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাবার হাত ধরেই জীবনে প্রথম শিক্ষার জন্য নফরগঞ্জ ৪ নম্বর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু। পরবর্তী কালে গোসাবার বালি থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯৮০ সালে নফরগঞ্জ ৪ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ১৭ বছর শিক্ষকতার পর ১৯৯৭ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেয়ে নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিবেকানন্দ বাবু তাঁর বিবেক চিত্তে ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বস্নেহে শিক্ষাদান করে মানুষ গড়ার কাজ শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীরাই তাঁর জীবনের হৃৎপিন্ড। ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর অন্ত প্রাণ। আর সেই প্রাণের যথাযথ সঞ্চার করতে তিনি আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন।

চাকরী জীবনের শুরু থেকেই বাসন্তী ব্লকের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকায় বিদ্যালয়ে গিয়ে নিজের পারিশ্রমিকের টাকা অকাতরে ব্যয় করেন এলাকায় শিক্ষার উজ্জ্বল প্রদীপের শিখা জ্বালানোর জন্য। সেই অন্ধকারময় দিনগুলি পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গ্রামে শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই শিক্ষক। তিনি সকলের হৃদয়ে স্নেহ ভালোবাসার

যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, সেই বীজ এই বিদ্যালয়ের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ২০১০ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পেয়েছেন বিবেকানন্দ বাবুর নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। আবার ২০১৯ এ জেলার সেরা বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়ে 'শিশু মিত্র' পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছেন। পরবর্তী ২০২০ সালে এহেন মহান শিক্ষকের কর্ম প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্য সরকার। তিনি পেয়েছেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার। একের পর এক সম্মান এনে দিয়ে শিক্ষার মান ও বিদ্যালয়ের নাম সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। এমন কি নিজের বিদ্যালয়ের উন্নততর করার পাশাপাশি বাসন্তী ব্লকের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম, কম্পিউটার লার্নিং, পুষ্টকরণ প্রকল্প, জল সঞ্চয় প্রকল্পের ব্যবস্থা চালু করেছেন। এছাড়াও আম্ফান, ইয়াস ঝড়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। খেলাধূলা প্রসারের জন্য এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছেন বিবেকানন্দ 'ফুটবল আকাদেমি'।

শনিবার বিকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বহু গুণের অধিকারী প্রতিভাধর শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল এর চাকরি জীবনের অবসর কালীন এক বিদায় সম্বর্ধনা সভা উপলক্ষে বাসন্তী ব্লকের বিশিষ্ট বর্ণময় ব্যক্তিগণের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী, সমাজকর্মী ঝর্ণা রায়চৌধুরী, আরাত্রিক পত্রিকার সম্পদক তথা সাহিত্যিক দুর্গাদাস মিদ্যা, বিশিষ্ট কবি সুনীল করণ সাহা, সমাজকর্মী অভিজিৎ মজুমদার, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি শিক্ষক, শিক্ষক অতনু গায়েন, স্থানীয় উপপ্রধান অরবিন্দ মন্ডল সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকগণ সহ বিশিষ্টরা। এদিন শিক্ষক বিবেকানন্দবাবুর অবসরকালীন বিদায় অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং অনুষ্ঠানে আসা একাধিক গুণীজনের চোখে নেমে আসে একরাশ অশ্রুবারি। অবসরকালীন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায় নিয়ে শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল বলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই। আমার হৃদয়ে আমার স্নেহের ছাত্র ছাত্রী সহ তাঁদের অভিভাবকদের সাথে আমার অমূল্য বাঁধন চিরদিনই অটুট থাকবে।

মুম্বই থেকে উদ্ধার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় সুদূর মুম্বই থেকে উদ্ধার এক নাবালিকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে জয়নগরের এক নাবালিকাকে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল মুম্বইতে। সেখানে নিয়ে গিয়ে দেহব্যবসায় নামানোর ছক ছিল অভিযুক্তের। কিন্তু জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে গেল । মুম্বই থেকে উদ্ধার করা হল সেই নাবালিকাকে। হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। বুধবার মুম্বইয়ের আদালতে অভিযুক্ত কে তোলা হলে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে নিয়ে হাওড়ার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিয়েছে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে এও জানা গেল,ধৃত অভিযুক্তের নাম আলাউদ্দিন মোল্লা। বারুইপুর পুলিশ জেলায় তাঁর নামে বেশ কয়েকটি নারী পাচারের অভিযোগ আছে। দিল্লি, মুম্বইতে সে পাচারের কাজ করত। তার সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার ব্যানার্জির চকের বাগচী গ্রাম থেকে এক নাবালিকা অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার নির্দেশে এস আই বিট্টু পালের নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী টিম গঠন করা হয়। তদন্তকারী অফিসার বলেন, ক্যানিং এর সন্দেশখালী এলাকার আলাউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে ওই নাবালিকার পরিচয় হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ঘুরতে যাবার নাম করে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিষিদ্ধপল্লীতে মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা এই তদন্তে সাহায্য করে। মোবাইল ট্র্যাকিং করা হয়। তারপরেই সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ এও জানিয়েছে, অভিযুক্তকে ক্যানিং মহিলা থানার পুলিশ অনেকদিন ধরেই খোঁজ চালাচ্ছে। পুলিশের এই কাজে খুশি এলাকার মানুষ। ধৃতকে জয়নগর থানায় আনার পরে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

আইনি ক্ষমতা নেই

প্রথম পাতার পর

আর এতেই গোঁসা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের। তাদের দাবি এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের অধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল। এমন কি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় একটি প্রস্তাবও পাশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। যা পাঠানো হবে দিল্লিতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও নাকি এ বিষয়ে নিয়ে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। শুধু রাজনৈতিক দেখা সাক্ষাৎ নয়, একটি সাংবিধানিক সংস্থার প্রতি সৌজন্য হারিয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিধায়করা অশ্লীল মন্তব্যে বিদ্ধ করেছেন সেই জওয়ানদের, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের রক্ষা করছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের বিরোধী বিধায়করা।

নিজেদের গায়ে অশ্লীলতার দাগ মুছতে গত ১৭ নভেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএফের পূর্বাঞ্চলের সোশ্যাল ডিরেক্টর ওয়াই বি খুরানিয়া বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীতে চার হাজারের মত মহিলা প্রহরী রয়েছেন। তাঁদের দ্বারাই মহিলাদের পরীক্ষা করানো হয়। ফলে মহিলাদের শ্লীলতাহানির যে অভিযোগ উঠেছে তা খুবই দুর্দশাজনক। এছাড়া সীমান্তের প্রতিটি প্রবেশ দ্বারে সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। অতএব অত্যাচারের যে দোষ বিএসএফের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে তা অমূলক। অধিকর্তা আরও বলেন, বিএসএফ তল্লাশি করলেও তাদের কোনও আইনি পদক্ষেপের অধিকার নেই। ফলে এলাকা যতই বাড়ুক না কেন তাতে হেনস্থার কোনও প্রশ্নই আসে না।

দুই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তা আসলে রাজনীতির ইগোর লড়াই বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এলাকা বা এক্তিয়ারের রদবদল হামেশাই করতে হয় প্রশাসকদের। সবই আসলে দেশ ও দশের প্রয়োজনে। রাজ্য সরকারও পুলিশের এলাকা পুনর্বিন্যাস করে মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে। তাতে ক্ষমতার কম-বেশি হিসাব করার কোনও অবকাশ নেই। পরিস্থিতির প্রয়োজনে মানুষের স্বার্থে পুরো এলাকার ভারও অনেক সময় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হয়। তাতে যদি পুলিশ গোঁসা করে তাহলে তা বোকামি। শুধু বিএসএফ নয়, সব বাহিনীকেই সমন্বয়ের ভিত্তিতে এলাকায় কাজ করতে হয়। তৃণমূল স্তরে তা নিয়ে কোনও বিবাদও এতদিন চোখে পড়ে নি। বিএসএফ-পুলিশ চিরকালই মিলে মিশে কাজ করে এসেছে, ভবিষ্যতেও করবে। ফলে বেশি এলাকায় যদি বিএসএফের তল্লাশি চলে তাতে পুলিশেরই মঙ্গল। শুধু শুধু রাজনৈতিক বিতর্কে নেমে জওয়ানদের মনোবল ক্ষুন্ন করার অর্থ অনুপ্রবেশকারী ও চোরাচালানকারীদের উৎসাহিত করা যা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিকদের থেকে কাম্য নয়।

বিজেপির পঞ্চায়েত তৃণমূলের কব্জায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : বিজেপি পরিচালিত জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলো বিরোধী তৃণমূল। বিজেপির প্রধান মানু মণ্ডলের বিরুদ্ধে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়া, এলাকায় উন্নয়ন না হওয়ার অভিযোগ এনে অনাস্থা আনা হলো। বুধবার বিশাল পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে জয়নগর দু'নম্বর বিডিওর উপস্থিতিতে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। উল্লেখ্য ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ জন সদস্য বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৬টি, সিপিএম ৩ টি, তৃণমূল ৬ টি এবং নির্দল তিনটি আসন পায়। বিজেপির ৬ জন, সিপিএমের ৩ জন ও ১ জন নির্দল মিলে বোর্ড গঠন করে। প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির মানু মন্ডল ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন সিপিএমের নাসির উদ্দিন মন্ডল। জয়নগর বিধানসভার ভোটে তৃণমূল ২য় বার বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসার পরে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে ক্ষমতা বদল হতে শুরু করে। আর সেই মতো এই পঞ্চায়েতে ও ক্ষমতায় থাকা সিপিএমের উপ প্রধান সহ তাঁর দলের ৩ জন ও ১ জন নির্দল সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। আর বুধবার ভোটাভুটিতে তৃণমূল ১৩ – ০ ভোটে জয়ী হয়। এদিনের ভোটাভুটিতে বিজেপির প্রধান মানু মন্ডল সহ ৫ জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজ মল্লিক বলেন, প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থার ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন প্রধান নির্বাচন করা হবে। এ দিকে তৃণমূল অনৈতিক ভাবে ভয় দেখিয়ে এই পঞ্চায়েতের বিজেপি, সিপিএম ও নির্দল সদস্যদের নিজেদের দলে টেনে ক্ষমতা দখল করেছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপির বারুইপুর পূর্ব জেলা সভাপতি সুনীপ দাস। তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেন জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেই বিরোধী দল থেকে সবাই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। আমাদের ভয় দেখাতে হয় না। আর বিজেপির হাতে থেকে এই এলাকা এত দিন উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই দেরিতে হলেও এবারে এখানে উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুত গতিতে হবে।

বেহাল ফুট ওভারব্রীজ

প্রথম পাতার পর

নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সব জেনে দেখে ও নীরব রেলের লোকজন। যদিও এই বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন, এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য রয়েছে এই ফুটওভারব্রিজ। শেড থাকলেও তাঁর মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে গিয়েছে গত ২০১৯ সালের আমফানের ঝড়ে। আর তাঁর পর থেকে দিনের পর দিন একই ভাবে পড়ে আছে। আবার সিমেন্টের স্ল্যাব একটার সঙ্গে আরেকটা আলগা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পরে এই ওভারব্রিজ পুরোপুরি অন্ধকারে থাকে। কারণ, এখানে এখন কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। যাত্রীদের বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এর উপর দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এর জেরে ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, অনেকেই ওভারব্রিজে পড়ে গিয়ে চোট পাচ্ছে। স্ল্যাবগুলিতে বৃষ্টির সময় জলও জমে যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে রেলের কোনও নজর নেই। আর এই অন্ধকারে গাঁজা কারবারি দের ভিড় বাড়ছে এই ওভারব্রিজে। এর জন্য রাতে চলাচল করতেই ভয় লাগে। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন মাস্টারকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি। এই বিষয়ে রেল যাত্রী সমিতির সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর বলেন, ফুট ওভার ব্রিজে স্ল্যাব ঠিকমত বসানো নেই। এতে বয়স্ক মানুষ দের চলাফেরা করতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এমনকী শেড ভাঙা থাকায় মানুষদের প্রতিদিনই সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা নিয়ে শিয়ালদহ রেল ডি আর এম এর কাছে বারংবার জানানো হলে ও কোনও কাজ হয়নি।

কৃষি মাণ্ডি লাগোয়া

প্রথম পাতার পর

ইব্রাহিম মণ্ডল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প এই কৃষি মান্ডি। সেখানে অবৈধভাবে কিছু ঘর নির্মাণ হয়েছে, তাই নয়, সেগুলি কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রিও হয়েছে।' তিনি এও বলেন, 'বিশ্বস্ত সূত্রে এমনও জেনেছি, এই কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি সঞ্জিত সরদার ছাড়াও বাগদা ব্লকের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বও জড়িত।' বাগদা তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, কোনও সরকারি জমি দখল করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের দলেরই আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কৃষি মান্ডির সামনের সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করে তা মোটা টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করছেন। এটা অন্যায়।'

অন্যদিকে সঞ্জিত সরদারের বিরুদ্ধে ওঠা এহেন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'কৃষি মাণ্ডির পাঁচিলের বাইরের জায়গাটা পিডব্লিউডির। ওখানে প্রায় ১৫-১৬টি বিল্ডিং বা দোকানঘর তৈরি হয়েছে। সবগুলোই ব্যক্তিগত নির্মাণ। বিডিওসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা দেখে গিয়েছেন। তবে আমরা বিরুদ্ধে যে বা যারা অভিযোগ তুলছেন, তা ভিত্তিহীন।'

এ প্রসঙ্গে বাগদা ব্লকের বিডিও সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কৃষি মাণ্ডির ভিতরে তো জবরদখলের কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ ওটা সম্পূর্ণ সরকারি জায়গা। তবে পাঁচিলের বাইরের অংশে এ ধরনের নির্মাণের অভিযোগ শুনেছি। তবে বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে।'

আমতলায় ২৭তম জেলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২১-২৭ নভেম্বর আমতলার কন্যানগরে অগ্রগামী অ্যাথলিট ক্লাবের মাঠে শুরু হতে চলেছে ২৭তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা। সূত্রের খবর এবারের মেলায় কলকাতার নামিদামী ৫৪টি প্রকাশন সংস্থার স্টল থাকবে। প্রতিদিন বিভিন্ন সেমিনার-আলোচনা সভা-কবিসভা সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। মেলায় কঠোরভাবে কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মানা হবে। সূত্রের খবর অতিথি হিসাবে থাকবেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ প্রমুখ।

আলু চাষিদের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২১-২৭ নভেম্বর আমতলার কন্যানগরে অগ্রগামী অ্যাথলিট ক্লাবের মাঠে শুরু হতে চলেছে ২৭তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা। সূত্রের খবর এবারের মেলায় কলকাতার নামিদামী ৫৪টি প্রকাশন সংস্থার স্টল থাকবে। প্রতিদিন বিভিন্ন সেমিনার-আলোচনা সভা-কবিসভা সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। মেলায় কঠোরভাবে কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মানা হবে। সূত্রের খবর অতিথি হিসাবে থাকবেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ প্রমুখ।

গ্রেপ্তার সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবসন গ্রামে বিজেপি কর্মী মিঠুন বাগদী খুনের ঘটনায় রবিবার রাত্রে অশোক বাগদীকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই । সোমবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতকে তিনদিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।

ফাটল চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে নলহাটি ব্রাহ্মণী নদীর জগধারী সেতুর জাতীয় সড়কে ফাটল দেখা যায়। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । নলহাটি থানার পুলিশ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে । ১৯৬০ সালে এই সেতু তৈরি হয়েছিল । আগেই 'দুর্বল' সেতু ঘোষণা করা হয়েছিল ।

বামফ্রন্ট প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ নভেম্বর বালিগুনি গ্রামে নিহত সিপিএম নেতা বাদল শেখের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধিদল । প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিএম নেতা রবীন দেব,সুজন চক্রবর্তী, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের রেবতী ভট্টাচার্য,আরএসপি-র দেবাশিস মুখোপাধ্যায় । বাদলের স্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেয় তাঁরা। নভেম্বর বিপ্লবের পতাকা তোলায় বালিগুনি গ্রামে সিপিএম কৃষক ব্লক কমিটির সদস্য বাদল শেখকে বাঁশ দিয়ে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১০ নভেম্বর মল্লারপুর থানায় স্মারকলিপি দেয় সিপিএম ।

গ্রেপ্তার ছিনতাইবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ নভেম্বর বিকালে নপাড়া থেকে দুবরাজপুর যাওয়ার পথে সারিবাগানের কাছে অর্থলগ্নি সংস্থার দুইকর্মীকে আটকে ৮৮ হাজার টাকা সহ জিনিসপত্র ছিনতাই করে মোটরবাইকে আসা দুই দুষ্কৃতী। ওসি সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খয়রাশোল থানার পুলিশ কাঁকরতলা থেকে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৯ হাজার টাকা, এটিএম কার্ড, কিছু জিনিসপত্র, ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত মোটরবাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই দুষ্কৃতী - শেখ তারজান ও শেখ জিয়ারুল (২৬)। ১৩ নভেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মৎস্যজীবীদের হাতে মাছের চারা সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগরের মৎস্যজীবীদের সহায়তা করতে আবার সাগরে এলেন সিফ্রি। বুধবার বেলায় সাগরের জীবনতলা ও কৃষ্ণনগর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য সংস্থা তথা সিফ্রির বৈজ্ঞানিকদের একটি বিশেষ দল। অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাগর এলাকার মৎস্যজীবীদের যে দুর্দশা তৈরি হয়েছে তা সরজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে ও উপার্জনের পথ দেখাতে এদিন মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন তাঁরা। এদিন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ বি কে দাস তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৩৫০ জন মৎস্যজীবীর হাতে মাছের খাবার, মাছের চারা ও চুন তুলে দেন। এ দিন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ বি কে দাস বলেন, আগামী দিনে ও সিফ্রি একইভাবে এই এলাকার মৎস্যজীবীদের পাশে থাকবে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, এই উদ্যোগের সাথে সব সময় তিনি থাকবেন এবং সব ধরনের সহায়তা করবেন। এদিন সাগরের জীবনতলাতে ২০০ জন ও কৃষ্ণনগর এলাকাতে ১৫০ জন মৎস্যজীবির হাতে মাছের চারা, খাবার ও চুন তুলে দেওয়া হয়। আর এগুলো পেয়ে খুশি এই এলাকার মৎস্যজীবিরা।

বারুইপুরে শুরু হল মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার দাপট কাটিয়ে আবার ছন্দে ফিরছে বাংলা। আর তাই পুজো উসব কাটিয়ে মেলা মুখর হচ্ছে মানুষ। ইতিমধ্যে গত বছর বন্ধ থাকা কলকাতা বইমেলা দিন ঘোষণা হয়েছে। শীতের শুরুতেই শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন মেলা। আর দক্ষিন ২৪ পরগনার এবছরের প্রথম মেলা শুরু হলো শুক্রবার সন্ধ্যায় বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে ১২ তম মিলন মেলার। চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এদিন প্রদীপ জেলে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর পুরসভার প্রশাসনিক চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী, উপপুর প্রশাসক স্বপন মন্ডল, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, মোজাফফর আহমেদ, জেলা পরিষদের উপাধক্ষ্য জয়ন্ত ভদ্র সহ আরো অনেকে। মেলা কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জীব সরকার বলেন, সরকারি নিয়ম মেনে এই মেলা হচ্ছে। করোনার কারনে বহুদিন আমরা মেলা, উৎসব থেকে হারিয়ে গেছি। তাই অন্য বছরের মতন এবছরও দেশবিদেশের রকমারি পন্য সম্ভার, ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প,বস্ত্র, চর্ম, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, মনমাতানো ডিজনিল্যান্ড সহ বিভিন্ন রাইড ও হরেক রকমের খাবারের স্টল থাকছে। মোট ৬৫ টি স্টল এ বারের মেলায় অংশ নিয়েছে। মেলার উদ্বোধক বিমান বন্দোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহু মানুষের রুটি রুজি বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন মেলার ব্যবস্থা করেন। করোনার দাপটে মেলা সহ কাজ বন্ধ থাকায় বহু মানুষ কস্টে ছিল। তাই আস্তে সব কিছু স্বাভাবিক হচ্ছে। বারুইপুর সহ আশেপাশের এলাকার মানুষ এই মেলার জন্য উদগ্রীব থাকেন। তাই এই মেলার সাফল্য কামনা করি।

খুলল বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ কুড়িমাস পর মঙ্গলবার থেকে খুললো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয় (নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) । পঠনপাঠন শুরু হওয়ায় খুশি পড়ুয়া থেকে শিক্ষকেরাও। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ চিনপাই উচ্চবিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, প্রবেশ গেটে 'থার্মাল গান' দিয়ে তাপমাত্রা মাপা ও হাতে স্যানিটাইজার দেওয়ার পর ভিতরে প্রবেশ করানো হয় পড়ুয়াদের। প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ মজুমদার বলেন, 'বিদ্যালয়ের মেডিক্যালরুমে লিভার ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে দেওয়া স্যানিটাইজার, বিধায়কের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দেওয়া ছইল চেয়ার সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়েছে।' পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিলো কম । মুরারই কাজী নজরুল কলেজে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের হাতে মাস্ক, স্যানিটাইজার, চকলেট, কলম তুলে দেওয়া হয় । সোমবার রামপুরহাট শহরের কলেজ, বিদ্যালয়গুলিতে স্যানিটাইজেশন করে সচেতনতার পোস্টার দেয় 'রেড ভলেন্টিয়ার' কর্মীরা ।

আমতলায় উড়ালপুল

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন : দাদা, দীর্ঘ দিন ধরে বহু পুরনো আমতলা থেকে বজবজ কালীবাড়ি পর্যন্ত ৭৬-এ বাস রুট বন্ধ, এটা কী চালানো যায় না?

উত্তর : এই রুটে কেউ বাস চালাতে চাইলে পরিবহন দফতরে আবেদন করুক, আমরা চিন্তাভাবনা করব।

প্রশ্ন : বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে তেলের গাড়িগুলো টার্মিনাসে না রেখে রোডে দাঁড় করিয়ে রাখে, এর ফলে দুর্ঘটনাও ঘটছে, এ ব্যাপারে আপনার দফতর কী কিছু করতে পারে?

উত্তর : বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে খতিয়ে দেখতে বলব।

প্রশ্ন : পরিবহন দফতরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কতদূর?

উত্তর : আগামী দিনে আরও বাস কেনা হলে, নিশ্চয়ই কর্মসংস্থান হবে।

প্রকৃতির পাঠশালা

প্রথম পাতার পর

জীববৈচিত্র উদ্যানেই এবার কাটতে পারে শীতের একটা পুরো দিন বা সপ্তাহের শেষের ট্রিপ। কেবল যে পিকনিক বা ভ্রমণ স্থান এটা কিন্তু নয়। প্রাকৃতিক সম্পদে সাজিয়ে তোলা এই স্থান মনও ভালো করে দিতে পারে এক পলকে। ট্রি হাউসে কাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে রাত। বেশ অ্যাডভেঞ্চার। সঙ্গে ডিঙি নৌকায় ভ্রমণ, বিষয়টা মন্দ নয়। ছিপ ফেলে মাছ ধরার আনন্দ, পাশাপাশি ছোটোদের খেলার পার্ক, কুটির শিল্প, বিভিন্ন গাছের বাগান, এক কথায় বলতে গেলে সাজিয়ে রাখা এই স্থানের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে এক অন্য স্বাদের ভ্রমণ কাহিনী। পার্ক খোলা থাকে শীতকালে ১১টা থেকে ৫টা, আর গরমকালে ১০টা থেকে ৬টা।

এবার আসা যাক খরচের কথায়- প্রকৃতির পাঠশালার বুকিং-ট্রি হাউসে রাত্রিবাস করতে চাইলে খরচ পড়বে ১৫০০ টাকা। সকাল ১১টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত থাকবে একদিনের বুকিং। এখানে মিলবে ক্যাম্প টেন্টও। ১০টা ক্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। মাথা পিছু খরচ পড়বে ৬০০ টাকা। প্রকৃতির পাঠশালাতে চড়ুইভাতি রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ বা ডিনার মিলবে ৪৫০ টাকা থেকে। এখানে থেকে টিফিন আর ব্রেক ফাস্টও অর্ডার করা যেতে পারে। অনলাইনে ২১ নভেম্বর থেকে মিলবে এই সুবিধা। বুকিং করতে যোগাযোগ করুন- শ্রী আশুতোষ মণ্ডল মোবাইল : ৯৮৩৬০৭৫৩৯১ /৭০০৩৬৪৭০৬০, শ্রী রামতনু হাজরা, মোবাইল : ৯৮৫১৬৪৪৭৩৪, জয়ন্ত মজুমদার মোবাইল : ৮০১৭৪২৬০৯৩।

Nehru Yuva Kendra Kolkata South, West Bengal
(Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, GoI)
Declamation Contest 2021-2022

Nehru Yuva Kendra Sangathan is going to organize Declamation Contest on Patriotism & Nation Building with the theme of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas at Block (screening only), District, State & National level as part of Republic Day Celebrations, 2022.Eligible youths of Kolkata-South (From 60- 141 KMC wards) in the age group of 18-29 yrs. may participate in the Block level screening and District Level Contests. The 1st Prize winner from District level Contest would be invited to participate in next higher level of competition. The 1st, 2nd and 3rd Prize winners at District, State & National level Declamation Contest will be awarded cash prize & Certificates. For more details visit NYKS website i.e.www.nyks.nic.in and contact Nehru Yuva Kendra Kolkata-South for submission of duly filled in application and other details. Last date of submission of application is 27.11.2021.

Email ID: nyksouthkolkata2020@gmail.com
Phone no. 7980259584

অকাল বর্ষণে

প্রথম পাতার পর

সবমিলিয়ে আমন ধান, ফুল-ফল সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির উপাদন মার খেয়েছে। ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির আশংকায় ভুগতে শুরু করেছেন ছা-পোষা মানুষজন। ইতিমধ্যেই শীতকালীন সবজি বাঁধাকপি, ফুলকপি, সিম, গাজর, মূলো, পটল, বেগুন পালংশাক প্রভৃতির দাম বেশ চা।। শশার দাম তো আকাশছোঁয়া বলাই যায় দেরিতে চাষের কারণে কিছুদিনের মধ্যে আলু, পঁয়াজের দামও বা।বে বলে জেলাবাসীর অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জেলার চাষিদের একাংশের দাবি, প্রকৃতির রোষে এবারে আমন ধান সহ সবজি চাষে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে তাঁদের আর্থিকভাবে প্রবল ধাক্কা খেতে হয়েছে। যা পরবর্তী চাষের ক্ষেত্রে আরও খারাপ প্রভাব প।বে।

মহানগরে

শিশু দিবসে 'ছোটো মুখে বড়ো কথা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭ – ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৩ তম জন্মদিবস তথা ১৪ নভেম্বর জাতীয় শিশু দিবসে বেহালার শকুন্তলা পার্ক ইয়ুথ ক্লাব শিশুদের

নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কোভিড বিধিকে কঠোরভাবে মান্যতা দিয়ে। তারা তাদের জগদ্ধাত্রী পূজা প্রাঙ্গণে লায়ন্স ক্লাব কলকাতা জয় অফ সিটির সহযোগিতা সরসুনা আবাসনস্থিত অ্যাথিক্যাল লাইফ ফাউন্ডেশন'(সেফ) ও 'শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে'র উদ্যোগে ছোটো মুখে, বড়ো কথা' নামক একটি মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে লায়ন দিলীপ দত্ত, লায়ন পঙ্কজ সরকার, তাপস রায়, পূজা কমিটির পক্ষ থেকে তপন চন্দ, রঞ্জিত গুহ, স্বপন জানা সহ স্থানীয় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা। এদিন উপস্থিত ১০ জন ছোটো ছেলেমেয়ের হাতে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের সাজের কিছু জিনিস হেয়ার ব্যান্ড, বিস্কুট–কেক ও কাগজের তৈরি পেন উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হয়। পেনটি ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দিলে ওই পেনটির ভিতরে থাকা অপরাজিতা ফুলের বীজের থেকে নতুন গাছ উৎপন্ন হবে। প্রসঙ্গ, এদিনই ছিল সবুজ সফরে, আজকের শিশুরা'। অনুষ্ঠানে ছোটোদের জন্য প্রকৃতি সম্পর্কিত গান পরিবেশন করেন বাপ্পা। এবং বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা করেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক।

মেয়র'স আই ক্লিনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপনার চোখ, আপনার যত্ন' এই উক্তিকে পাথেয় করে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা সেন্ট্রাল রোডস্থিত (মণি সান্যাল সরণি) অত্যাধুনিক নবরূপে সজ্জিত মেয়র'স ক্লিনিকে এবার অত্যাধুনিক আই ক্লিনিকের উদ্বোধন হল। ৩ নভেম্বর এটির সূচনা করেন স্থানীয় কো–অর্ডিনেটর পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের চেয়ারপার্সন ফিরহাদ হাকিম। এবারে এখানে চোখের চিকিৎসায় অত্যাধুনিক

যন্ত্রপাতি দ্বারা চোখের সমস্ত রকম আধুনিক চিকিৎসা ফিতে কলকাতাবাসী কলকাতা পুরসংস্থার সহায়তায় পাবে।

পুরসংস্থার ভোটে স্থগিতাদেশ

বরুণ মণ্ডল : অনিশ্চয়তার মুখে কলকাতা পুরসংস্থা ও হাওড়া পুরসংস্থার(পূর্বতন কর্পোরেশন) নয়া পুরবোর্ড গঠনের জন্য পুর নির্বাচনের ভবিষ্যৎ। অবশ্য ৯ নভেম্বর রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ১৮, সরোজিনী নাইডু সরণিস্থিত রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঠিক করে ফেলেছিল আগামী ১৯ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৭ টা থেকে এই দুই পুরসংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই আগামী ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি'র মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। আগামী ২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন। ৩ ডিসেম্বর স্ক্রুটিনি আর আগামী ৪ ডিসেম্বর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। কিন্তু গত সপ্তাহে রাজ্য বিজেপির সহ–সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। যাতে বলা হয়, রাজ্যে ১১৪ থেকে ১১৫ টি পুরসংস্থা–পুরসভার নির্বাচন দীর্ঘ দিন যাবৎ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও কেন বকেয়া সমস্ত পুরসভার নির্বাচন একসঙ্গে হচ্ছে না? নির্বাচন হলে বালি পুরসভা, উত্তরবঙ্গে নবগঠিত ময়নাগুড়ি এবং ফালাকাটাসহ রাজ্যের সমস্ত বকেয়া পুরসংস্থার–পুরসভার নির্বাচন একসঙ্গে হোক। ১৬ নভেম্বর এই বিষয়ে শুনানি

চলাকালীন সময়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সোনালী সিনহাকে জানান, তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করতে চান। আগামী ২৪ নভেম্বরের মধ্যে সবপক্ষকে হলফনামার আকারে কমিশন বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছে। আর এই নির্দেশের ফলেই অনিশ্চিত হয়ে পড়লো কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের পুরনির্বাচন ও হাওড়া পুরসংস্থার ৫০ টি ওয়ার্ডের(পূর্বতন) পুর নির্বাচনের ভবিষ্যৎ।

১১৪ টি পুরসংস্থার–পুরসভার নির্বাচন দীর্ঘদিন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও কেন সমস্ত পুরসভার নির্বাচন একসঙ্গে হচ্ছে না। অনেকের প্রশ্ন আইনি জটিলতা ও কোভিড – ১৯ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কমিশন কী পুর নির্বাচন নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিতে পারে? রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য পেশ করা হয়নি।

তবে পুর নির্বাচন নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা নেই বলে জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও রাজ্যের পরিবহন ও আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, আদালত যা চেয়েছে, তা তো অবশ্য তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আশ্চর্য হওয়ার বিষয়, পূর্বতন হাওড়া থাকলো, আর বালি এলাকা বাদ গেলো। তাহলে হাওড়া পুরসংস্থার ওয়ার্ড ভিত্তিক আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত তালিকাটির কী হবে? সেটা তো দু' বছর আগেই নির্দিষ্ট করা আছে কোন্ ওয়ার্ড সাধারণ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। কোন্ ওয়ার্ড তফসিলী পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। কোন্ ওয়ার্ড তফসিলী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এসব তো বছর আগে পূর্বতন ও বালি এলাকার ১৬ টি ওয়ার্ডকে এক সঙ্গে ধরেই। এখন আবার আলাদা করে দিলে নতুন করে আবার ওয়ার্ড ভিত্তিক আসন সংরক্ষণ তালিকা তৈরি করতে হবে। পুরাতন তালিকা ধরে নির্বাচন তো হতে পারে না।

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতকাল এলেই বাড়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক। সাবধানের মার নেই শীতকালে। এছাড়াও করোনা কালের পরে স্ট্রোক বেড়ে চলেছে ক্রমশ। উচ্চ রক্তচাপ এবং টেনশনের ফলে সকলের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চিন্তার বাড়বাড়ন্তে সুগারের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সচেতনতার কাণ্ডারী হিসাবে বিড়লা গ্রুপে সিএমআরআই–তে বিশ্ব স্ট্রোক ডে উপলক্ষ্যে সিএমআরআই–এর নিউরোলজিস্ট ডাঃ দীপ দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক থেকে একটুও একটুও উপসর্গ দেখা দিলেই সোজাসুজি ডাক্তারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে কারণ এই স্ট্রোকের উপসর্গ খুবই জটিল এবং বোঝাও

যায় না। সকলকেই সকালে হাঁটা চলা এবং ব্যায়ামের অভ্যাসকে দৃঢ় করার জন্য আবেদন করেন তিনি।

লাইফ লিঙ্ক অ্যাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিজল কুমার বাসুর তত্ত্বাবধানে লাইফ লিঙ্ক নামে একটি মোবাইল অ্যাপসের উদ্‌ঘাটন হয়েছে। সেখানে পাওয়া যাচ্ছে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ব্লাড ব্যাঙ্কের তথ্য সহ রক্ত আদান প্রদানের যাবতীয় তথ্য। এছাড়াও সব থেকে কাছের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার তথ্য থাকছে এই অ্যাপসে। এই অ্যাপসটি পাওয়া যাচ্ছে বিনামূল্যে অ্যানড্রয়েড ফোনের জন্য। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার তথ্য রয়েছে এই অ্যাপসে এছাড়াও পাটনা, ধানবাদ, জামশেদপুর, নাগপুরের শহরাঞ্চলের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশের তথ্য রয়েছে। উদ্যোক্তারা বলেন খুব শীঘ্রই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যাবে এই অ্যাপসের কর্মকাণ্ড।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

লেন্স বার্তা

মা ফ্লাইওভার এ, চায়না মানযার প্রকোপে কাবু বাঙ্গালি।

বহু মাস পরে, রাস্তায় দেখা মিলল স্কুল বাস।

স্কুল ছুটির পর, বন্ধুদের খুনশুটি।

এ যেন মেঘ নেমেছে রাস্তায়। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার ভরবার সময়। ছবি : অভিজিৎ কর

কলকাতার কার্তিক

শিশুদিবস : স্কুল বন্ধ। বন্ধ স্কুলে মিড ডে মিল অমিল। তাই খাবারের সন্ধানে বাটি হাতে পড়ুয়া। তারাতলার কাছে।

তোড়জোড় : খোলার আগে দূরত্ব–বিধি মেনে চলার ব্যবস্থা তৈরি তারাতলার একটি বেসরকারি স্কুলে।

বাগপাড়া ডাকাতপাড়া থেকে বৈষ্ণবপাড়া হল কেন

সমরেশ চক্রবর্তী : বজবজ পূর্ব নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে বাগপাড়া গ্রামে গুরুদেব শ্রীমাধব দাস বাবাজীর উদ্যোগে গোপাল দাসের স্ত্রী রাখী দাস, বজবজ থানা পুলিশকর্মী বৃন্দ

ও বাগপানার বয়স্ক মহিলাদের সহযোগিতায় যেমন – দুলালী দত্ত, মিনু দত্ত, মেনকা বাগ, করুণা বাগ, শুক্লা বাগ, গৌর পুরকাইত, অর্চনা বাগ, প্রতিমা ঘোষ, কল্পনা জানা, প্রিয়াঙ্কা বাগ, টুম্পা বাগ, শিখা বাগ, অন্তরা বাগ, পূজা বাগ, রীনা নাগ আরও মহিলারা। প্রত্যেক বছর সারা কার্তিক মাস ধরে ভোর ৪টে থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত মাথায় টব সহ তুলসী গাই, শাঁখ ঘন্টা, কাসর, করতাল, খোল, হারমোনিয়াম সঙ্গে নিয়ে ৪০ থেকে ৫০ জন মহিলা পায়ে হেঁটে বিড়লাপুর মোড় থেকে বজবজ চড়িয়াল মোড় পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ গান নাম করতে করতে আসা ও যাওয়া করে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে। তারপর প্রত্যেক মহিলার বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় হরে কীর্তন হয়।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে বিড়লাপুর মোড় থেকে চড়িয়াল মোড় পর্যন্ত লোকেরা সন্ধ্যার পর থেকে সকাল পর্যন্ত যাওয়া আসা করতে পারত না। সাইকেলে, পায়ে হেঁটে, বাসে করে, এমনকি মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরত না। সারা রাত মিলের মধ্যে থাকত। এই রাস্তার উপর ডাকাতি হতো, খুন হতো, ধর্ষণ হতো, আরও কত কিছুই না হতো। ঘরে ঘরে মদের ঠেক বসত, জুয়ার ঠেক বসত, বাড়ির ছেলেরা মদ খেয়ে, বাড়ির ছেলে, মেয়ে, বউ এমনকি বাবা ও মায়ের গায়ে হাত তুলতো। স্থানীয় থানা জানাতে পুলিশ কোনও কাজ করতো না। শেষ পযন্ত এইসব মহিলারা কৃষ্ণ দীক্ষা নিয়ে বাড়ির ছেলে, স্বামীদের খারাপ কাজ থেকে ভালো কাজে যোগদান করার পথ দেখায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী, বিধায়ক অশোক দেব, এইসব মহিলাদের জন্য একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির করার জন্য সহযোগিতা করেন। তাই বাগপাড়া ডাকাত পাড়া থেকে বৈষ্ণব পাড়া যেমন হয়েছে এবং এই গ্রামে আরও অনেক কিছু উন্নতি হবে।

শস্যগোলায় সাড়ম্বরে কার্তিক পুজো ও রাস উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলা তথা রাজ্যের শস্যগোলার বিভিন্ন প্রান্তে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল কার্তিক পুজো এবং রাস উৎসব। জেলার কাটোয়া শহর সহ

সন্নিহিত পানুহাট এবং পূর্বস্থলী এলাকায় কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই উৎসবের চেহারা নেয়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এবারও যার কোনওরকম ব্যতিক্রম হয়নি। অন্যদিকে, এই জেলারই দাঁইহাট শহর এবং নাদনঘাট থানার শ্রীরামপুর এলাকাজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার রাস উৎসব উদযাপিত হয়। প্রতিবার নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ৩০ কার্তিক থেকে দু'দিন ব্যাপী দেবসেনাপতির আরাধনা করা হয়ে থাকে। তিথি অনুযায়ী এর কয়েকদিন আগেপিছে রাস উৎসবও শুরু হয়। তবে, এবারে কার্তিক আরাধনার শেষদিন থেকেই কার্যত রাস উৎসবের সূচনা হওয়ায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লাখো মানুষ মেতে ওঠে। এই দুই উৎসবকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের আয়োজনের কোনওরকম খামতি ছিল না। কাটোয়া, পূর্বস্থলী, দাঁইহাট, শ্রীরামপুরজুড়ে অসংখ্য জায়গায় আকর্ষণীয় থিমের মণ্ডপ সহ বিভিন্ন প্রকার দেবদেবীর মূর্তি, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, হরেকরকমের বাজনা, মেলার মজা এসব নিয়েই এবারেও উৎসবের জমজমাট আয়োজন। তবে, বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জেলা পুলিশ–প্রশাসনের নির্দেশে এবারও উৎসবকে কেন্দ্র করে কোথাও শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেকারণে অনেক জায়গায় উৎসবকে ভিন্ন মাত্রা দিতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে থিমের মণ্ডপ ও প্রতিমা, আলোকসজ্জা আয়োজনের একটা আগ্রহ দেখা গিয়েছে। আর এসবের আকর্ষণে সর্বত্র দর্শনার্থীদের ঢল নামে।

বাঁশবেড়িয়ার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে সংবর্ধনা দেওয়া হল আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে।

৩১২ বছরে পড়ল বাঁশবেড়িয়ার সবথেকে পুরনো ধোপাঘাট যুবকবৃন্দের কার্তিক পুজো।

মাঙ্গলিকী

বড় কষ্টে আছে থিয়েটার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নাটক

থার্ড অক্টোবর ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে বেহালা অনুদর্শীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অরুণ গুপ্ত স্মারক নাট্যমেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। অংশগ্রহণে ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ও নাট্যকার ব্রাত্য বসু প্রতিষ্ঠিত নারী কণ্ঠের সদস্যরা। সংযোজনের দায়িত্বে ছিলেন নারীকণ্ঠের সদস্য ও পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম বিজয় মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। এ বছর বেহালা অনুদর্শী তেরো বৎসরে পদার্পণ করল এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সম্ভব হয়েছে নাট্য পৃষ্ঠপোষক, নাট্য বন্ধু ও প্রয়াত অরুণ গুপ্তের উৎসাহে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দলের প্রেসিডেন্ট সুশান্ত চক্রবর্তী এবং সম্পাদক সুমনা চক্রবর্তী, বিজয় মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও নারীকণ্ঠের অন্যান্য সদস্যরা। প্রারম্ভিক ভাষণে সুমনা চক্রবর্তী আলোচ্য বিষয়কে উঁচু তারে বেঁধে দিলেন। অতঃপর নারী কণ্ঠের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিজয় মুখোপাধ্যায়। এরপর সেমিনার। বিষয় ছিল 'তোমার জীবন যাপনে থিয়েটারের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা।'

রূপতাপস দলের শিপ্রা মুখার্জী, হ্যান্ডলি স্পিকিং-এর রিমি মজুমদার, বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন এর পিয়ালী বসু চট্টোপাধ্যায়, কোচবিহার মুক্তিকার দেবলীনা বিশ্বাস এবং ভাটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অরগানাইজেশন-এর রুমা সিংহ, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী সকলেই ঘটনাচক্র যেদিকে যাচ্ছে সে দিকটায় আলোকপাত করেন। রিমি মজুমদার স্কুলে স্কুলে অ্যাকটিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেন। তিনি তার জীবনে থিয়েটার তার মুক্তির আকাশ একথা বলেন। শিপ্রা মুখার্জী বলেন, থিয়েটার ও থিয়েটার কর্মীরা এখন বড় সংকটে রয়েছেন। থিয়েটার পেটের জ্বালা মেটাতে পারছে না। শিল্প সৃষ্টির চেয়ে জীবনের তাগিদ যখন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তখন মনে হয় একটা স্থায়ী চাকরি থাকলে সুবিধা হতো। নিশ্চিন্ত মনে থিয়েটার করতে পারতাম।

পিয়ালী বসু চট্টোপাধ্যায় মূলত শিক্ষকতা করেন, নিশ্চিন্ত জীবন। তিনি থিয়েটার করতে ভালবাসেন। থিয়েটার তাকে জীবনবোধ শেখায়। দেবলীনা বিশ্বাস বলেন, থিয়েটার তাকে আশ্রয় দিয়েছে। রুমা সিংহ তার জীবনে বাস্তব সংঘর্ষ ও থিয়েটারের চাহিদা নিয়ে কথা বলেন।

ইন্দ্রজিৎ বলেন, করোনা কালে থিয়েটার করে পেট ভরবে না। জীবিকার জন্য মাসকাবারি বাজার সাপ্লাই করতে হয়। জোমাটোতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় ওলা বাইক চালিয়ে। এই কঠিন সময়ে বড় কষ্টে আছে থিয়েটার। এরপর দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১) রবীন্দ্রনাথ ও পোড়া অন্তর্বাস। নাটক ড. উত্তম দত্ত অভিনয় ও নির্দেশনা : দেবলীনা বিশ্বাস। ২) উত্তরাকথা প্রস্তাবনা — বেলঘরিয়া উজান। নাটক : মৈনাক সেনগুপ্ত। নির্মাণ ও অভিনয় : তুহিনা বসুসেন।

বইমেলার নানাদিক

তপতী দেবী : বইমেলাকে এক কথায় বলা চলে বইয়ের মেল বা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় মেলা–ই বই। কলকাতার বইমেলা দেখতে দেখতে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এখন তো শুধু কলকাতার মধ্যেই বইমেলা সীমাবদ্ধ নয়। জেলায় জেলায় এখন সাড়ম্বরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কখনও সাতদিনের জন্য, কখনও বা দশদিনের জন্য। জেলা বইমেলা তো এসেই গেল। গিল্ডের মেলার আগেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসবের খবরাখবর আমরা যাঁরা প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা পেয়ে যাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে। এজন্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে মিটিং হয়, প্রতি বছর সদস্য চাঁদাও আমাদের দিতে হয়। এরসঙ্গেই শুরু হয়ে যায় মেলার তোড়জোড়। বই নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যাকেট কিনতে হয়। প্যাকেট করার লোক কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় পাওয়া যায়। বই সাজাবার পর কোন জেলায় কত বই যাবে তার নাম লিখতে হয়। সেগুলি জেলায় জেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যান (ম্যাটাডোর) আছে। বইগুলির প্যাকেট ম্যাটাডোরে তুলে দেওয়া হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবার পর স্টলের নম্বর অনুযায়ী এক একেকজনের জন্য বরাদ্দ স্টলে বইগুলির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিটি জেলার জন্য এই কাজের ব্যাপারে ছেলেদের ঠিক করতে হয়। তারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে বই খুলে স্টলে সাজায়। লাইব্রেরি'র ক্ষেত্রে চালান বই কেটে তাদের দিতে হয়। ক্যাশ বিক্রির জন্য ক্যাশমেমো রাখতেই হয়। টেবিলে টেবিলে, র‍্যাকে বই সাজানো হয়ে থাকে। এ সবের জন্য আলাদা লোক নিয়োগ করতে হয়। যে যার নিজের স্টলের ভাড়া দিয়ে বুক করে থাকে। তার আগে অ্যাসোসিয়েশনের থেকে ফর্মে প্রকাশনীর নাম ধাম সব কিছু বিবরণ দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করতে হয়। প্রকাশকদের কাছে লেখকরা দিয়ে রাখেন কী কী বই ছাপবেন। কম্পোজ করার পর প্রুফ দেখানো হয়। প্রুফ রিডাররা যেমন সেই কাজটা করেন, কখনও কখনও লেখকও প্রুফ রিডিং-এর কাজটা করে থাকেন। মোটামুটি বার তিনেক প্রুফ দেখার কাজ শেষ হলে ট্রেসিং হয়। তারপর যায় ছাপতে। ছাপার কাজ শেষ হলে প্রেস থেকে চলে যায় বাইন্ডিং-এর জায়গায়। বই ছাপা হয়ে যাবার পর ম্যাটাডোরে করে বাইন্ডিং খানায় পাঠানো হয়।

প্রচ্ছদ চিত্র বা কভার ছাপার লোক অবশ্য আলাদা। বইয়ের ভিতরে কী আছে সেই অনুযায়ী কভার তৈরি হয়। প্রচ্ছদ চিত্র যে কোনও বই বিক্রির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এরপর সিডি। তারই উপর কভার ছাপতে দেওয়া হয়। কত বই ছাপা হবে সেই অনুযায়ী কাগজ দেওয়া হয়। ছাপা হয়ে গেলে সেগুলো আবার বাইন্ডিং খানায় পাঠাতে হয়। বই বাঁধাই পর্ব শেষ হলে ম্যাটাডোর ভ্যানে করে সেই বইগুলি প্রকাশকের ঘরে এসে পৌঁছয়। যে কোন বইমেলার সময় প্রচুর খরচ খরচা হয়। যে সব লোককে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়, বইমেলার সময় তাদের টাকা দিতে হয়। কাগজ যে কেনে, প্রেস, বাইন্ডার, প্রুফ দেখা, কভার করা ইত্যাদি সব লোককেই এই কাজে নিযুক্ত করা হয়, বইমেলার সময় তাদের টাকা দিতে হয়। অনেক বই জমে থাকার জন্য বেশ কয়েকটা মেলাতে অংশ নিতেই হয়। তারপর যে ছেলেকে মেলাতে পাঠানো হল তার থাকা, হোটেল খরচ, প্রতিদিনের টাকা দিতেই হয়। এ সবই প্রকাশকের দায় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গিল্ডের মেলার চেয়ে জেলায় জেলায় মেলায় খাটুনি অনেক বেশি। যত সহজে এত সব কাণ্ড কারখানা যা লেখা হল, কাজটা কিন্তু তত সহজসাধ্য নয়। বইয়ের ব্যবসা মানে বিরাট বিরাট পরিশ্রমের ব্যাপার। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের শেষ থেকে জেলায় জেলায় মেলা শুরু হয়ে যায়। গিল্ডের বইমেলা সাধারণত জানুয়ারি মাস নাগাদ হয়। গত কয়েক বছর ধরে সল্টলেক করুণাময়ীতে বইমেলা হচ্ছে। বই প্রকাশিত হয়ে গেলে লেখকদের টাকা ও বই দিতে হয়। বর্তমানে প্রযুক্তির এই ভয়ংকর অগ্রগতির যুগে মানুষের মধ্যে বই কেনার আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে। অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা বই প্রায় পড়েই না। জানার যা আগ্রহ তা বই দিয়ে না মিটিয়ে, মোবাইলের গুগল ঘেঁটে কাজটা সেরে নেয়। আমি নিজে যেহেতু 'শশধর প্রকাশনী'টি চালাই, তাই এত সব খুঁটিনাটি পাঠকদের জানাতে পারলাম। আমাদের প্রকাশনীর তরফে 'লালুই বেঙ্গলী' বইটির চাহিদা তুঙ্গে। এছাড়া 'দস্যুমোহন রচনাবলী'র কাটতি দেখার মত। দস্যুমোহন রচনাবলী ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছে। দশম খণ্ডটিও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়ে গেল। খুবই চাহিদা এটির। এ ছাড়া হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'কিশোর সমগ্র' পাঠকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বইমেলা যেখানে যখন শেষ হয়, তখন সেখান থেকে আবার অবিক্রীত বইগুলি প্রকাশকের নিজের ঘরেই চলে আসে। মোট কথা বইমেলা মানেই প্রচুর পরিশ্রম। ,ত কথা যে আমি পাঠকদের জানালাম, সেই সূত্রে শেষে পাঠকদের আরেকটি তথ্য জানাই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল লেখক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা আমি। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তপতী দেবী নামে লেখালেখি করে চলেছি আর 'শশধর প্রকাশনী'র দায়িত্বে আছি পাঠকদের সবাইকে শুভ বিজয়া, শুভ দীপাবলী জানাই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, আর বই পড়ুন– এই কামনা করছি।

সুন্দরবন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে নিরন্তর তর্ক–বিতর্ক চলছে

গ্রন্থ ভাল মন্দ

উজ্জ্বল সরদার : সুন্দরবন নিয়ে আজ ভারত–বাংলাদেশে গবেষণা, আলোচনা, তর্ক–বিতর্ক, গ্রন্থ প্রকাশ চলছে নিরন্তর। অনেক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের মানুষ শখে নিজের অঞ্চল সম্পর্কে যেমন সুন্দরবন নিয়ে অসাধারণ সব বই লিখছেন তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পণ্ডিতগণ ও সুন্দরবন নিয়ে চমকপ্রদ সব বই লিখছেন। উভয় সৃষ্টিই সম্মানযোগ্য। স্বপন মণ্ডল, আদতে সুন্দরবনের মানুষ, কর্ম সূত্রে কলকাতার বাসিন্দা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুন্দরবন নিয়ে গবেষণা করেছেন নিষ্ঠার সাথে। তাঁর লেখা আঠারো ভাটির ইতিকথা- আবাদ পর্ব গ্রন্থটি সুন্দরবনের ঔপনিবেশিক সময়কালের ইতিহাস চর্চার অন্যতম আকর গ্রন্থ। গ্রন্থের শুরুতে আলোকপাত ও আঠারোভাটির আদিকথা অংশেই সুন্দরবন অঞ্চলের আদি ইতিহাস, আঠারো ভাটি কথার তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। রায়মঙ্গল কাব্য, গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথি, পীর গোরাচাঁদের কেচ্ছা, বোনবিবি জহুরনামা প্রভৃতি সাহিত্য উপাদানের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য, খান জাহান আলি, মগ ফিরিঙ্গিদের কথা ও লেখা আছে এই বইতে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিল করে আবাদ পত্তনের মাধ্যমে সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা প্রভৃতি জনপদ সৃষ্টি ও জমিদার–লটদারদের পরিচয় বংশতালিকা এসবের কথা লিপিবদ্ধ আছে প্রামাণ্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে। সুন্দরবন অঞ্চলে মগ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারের কথা লিখিত আকারে লেখক তুলে ধরলেন তাঁর এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে জোয়াকিম জোসেফ এ ক্যাম্পোসের লেখা 'হিস্ট্রি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল' এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিকে তথ্যসূত্রে ব্যবহার করেছেন। ১৭৫৭ সাল পরবর্তী সময় থেকে ইংরেজরা কীভাবে ধীরে ধীরে সুন্দরবন জঙ্গল হাসিল করেছিল তার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস এখানে আলোচিত। এপ্রসঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলার চব্বিশটি পরগনার কথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্লড রাসেল, টিলম্যান হেঙ্কেলে, স্যার ড্যানিয়াল হ্যামিলটনের মত সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশরা সুন্দরবনে জনবসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'জনবসতি ও মিশ্র সংস্কৃতির বহমানতা'তে সুন্দরবনের ধারাবাহিক সংস্কৃতিক দিক আলোচিত। তৃতীয় অধ্যায় 'সুন্দরবনের লটদার–গাঁতিদার–চকদার প্রসঙ্গ' আলোচনায় বিস্তৃতভাবে সুন্দরবনের এ থেকে এল পর্যন্ত ১২টি প্লট চিহ্নিতকরণের ইতিহাস, জমিবন্দোবস্ত, জঙ্গল হাসিল এসব কথা লেখা হয়েছে তথ্যের ঠাস বুনটে। এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের ঔপনিবেশিক শাসনকালের লট, প্লট এবং চক সমূহের একটি মানচিত্র ছাপা হয়েছে নম্বরের নির্দেশ মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ের সুন্দরবনের অসংগঠিত রাজনীতির পটভূমি বিস্তারের কথা ও এই বইতে আলোচিত। উল্লেখ্য সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুন্দরবন জীবনের কথা এখানেই লিপিবদ্ধ। সব শেষ অধ্যায়ে 'সুন্দরবনের লটদার–জমিদারগণের বংশধারা' অধ্যায়ে বারুইপুরের রায়চৌধুরী, জয়নগরের জমিদার, জমিদার দুর্গাচরণ লাহা, কালীনাথ রায়চৌধুরী, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, জমিদার বিপ্রদাস পালচৌধুরী প্রমুখের বংশ তালিকা সহ বিস্তৃত কথা লিখিত হয়েছে। আর বইটির শেষে প্রাসঙ্গিক চিত্রতে যে ছবি ছাপা হয়েছে তা সত্যই প্রাসঙ্গিক। এই বই লেখার জন্য লেখক যে বিবিধ তথ্যসূত্র ও সাক্ষাৎকারের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা প্রশংসাযোগ্য। বইটির প্রচ্ছদ ও রঙ নির্বাচনে বেশ আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবনের ইতিহাস সংক্রান্ত এই গ্রন্থ কেবলমাত্র সুন্দরবনের ইতিহাস চর্চায় নয়, সমগ্র বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি আকর গ্রন্থ।

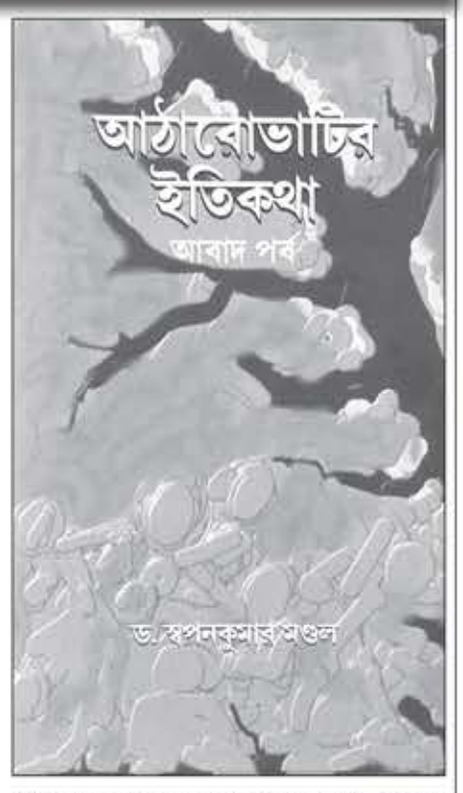

আঠারোভাটির ইতিকথা (আবাদ পর্ব)– ড. স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রকাশক– অনন্যা প্রকাশনী, সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৫০, যোগাযোগ ৬২৮৯৫০২৮৯৮

প্রথম সংস্করণ– ফেব্রুয়ারি, ২০২১, মূল্য ৩০০ টাকা

বার্ষিক উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাব ঘরে জ্যোতির্ময়ের উদ্যোগে সুচিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও প্রস্তিক রায়চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্বাদশ বার্ষিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৫জন দরিদ্র মানুষকে শাড়ি ও ধুতি বিতরণ করা হয়। কবিতা পাঠ করেন মৌমিতা রায় চৌধুরী, অশ্মিন মোদক প্রমুখ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিজিৎ বসু, সুমা দাস, চন্দ্রনাথ দাস, নীরাংশু পাল, উদয় বসু, সুব্রত সরকার, দীপেন হাজরা, স্বপন পালিত প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন গুহ, সারদাপ্রিয়া সরকার প্রমুখ। শুভ পবিত্র ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রেয়সী ঘোষ : সকলের প্রিয় অধ্যাপক ড. কাননবিহারী গোস্বামীর জন্মদিনটি হল ১২ নভেম্বর। চলতি বছরের ১৬ জুন তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁর জন্মদিনটি অধ্যাপকের কাছের কয়েকজন মানুষ মিলে উদযাপন করলেন গত ১২ নভেম্বর দুপুরে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে'। মঞ্চে কানন বিহারীর বিরাট প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দ। সভানেত্রীর পদটি অলঙ্কৃত করলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড. সুমিত্রা চৌধুরী। সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লেখক পৃথ্বীরাজ সেন। কথায়, গানে, স্মৃতিচারণায়, একক নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও গান গাইলেন বিভাস দে। রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়ে একক অভিনয় করলেন ড. মীনাক্ষী সিংহ। কাননবিহারী গোস্বামীর ছাত্রছাত্রী যাঁরা পরবর্তীকালে অধ্যাপনার জগতে এসেছেন তাঁরা স্মৃতিচারণা করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. শিপ্রা গাঙ্গুলি, ড. রেজাউল করিম, ড. শেখ মকবুল ইসলাম প্রমুখ। কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়, অগ্নিশ নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান শিবাশিস সেনগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি বক্তাই কাননবিহারীর নানান দিক তুলে ধরে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। সঞ্চালনার গুরু দায়িত্ব সামলেছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি দুটি গানও পরিবেশন করলেন। বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ড. স্বস্তি মণ্ডলের স্মৃতিচারণ এ অনুষ্ঠানে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য কাননবিহারীর কন্যাসম মৌমিতা মাইতির স্মৃতিচারণ। অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন কাননবিহারীর পুত্র স্বপ্নান্ততেন গোস্বামী।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসমের করিমগঞ্জের 'উত্তরসূরি' প্রতি মাসে 'বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ' নামে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এই নভেম্বর মাসে ১৪ তারিখ রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় সেই আলোচনায় উঠে এলো দুর্ধর্ষ নট কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবন। এক ঘন্টা সময় সীমায় শিল্পীর জীবনের নানা দিক তুলে ধরলেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত নানান উল্লেখযোগ্য ঘটনা উঠে এলো এই আলাপচারিতায়। সঞ্চালনায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়। উপস্থাপক শিল্পীর চলচ্চিত্র জীবনের এক নিখুঁত ছবি তুলে ধরলেন। যেখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এলো সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপস সিংহ, মৃণাল সেন থেকে শুরু করে অঞ্জন চৌধুরী, বীরেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালকদের ছবিতে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল অভিনয়ের কথা। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় বম্বেতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দুটি হিন্দি ছবিতেও কাজ করিয়েছেন। স্টার, মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, রঙমহল প্রভৃতি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলিতে তাঁর দাপটের সঙ্গে অভিনয়ের কথাও এলো। উপস্থাপক ব্যক্তিগত জীবনে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করার মধুর স্মৃতির কথা তুলে ধরলেন উপস্থাপক। নানান কথার ফাঁকে ফাঁকে গান শোনালেন উপস্থাপক কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ছবি থেকে। যার মধ্যে ছিল 'চরণ ধরিতে দিও গো আমাকে' (দাদার কীর্তি), 'এই মজার মজার ভেলকি দেদার' (বাদশা), 'জুতি পালিশওয়ালা বাবু' (বৌদি), 'ও নদীরে একটি কথাই শুধুই শুধু তোমারে' (নীল আকাশের নীচে), 'কাঁচের চুরির ছটা' (ডাক হরকরা) প্রভৃতি গান। অনলাইনের এই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিলেন উপস্থাপক। সর্বাঙ্গসুন্দর এই অনুষ্ঠানটি 'উত্তরসূরি'র ফেসবুকে চ্যানেলে যে কোন সময়েই দেখতে পারবেন দর্শকেরা।

সাহিত্য (অং বং) আজকাল

গীতশ্রী সাহা : আজকাল সাহিত্যের জগতে বেশ কিছু তথাকথিত সাহিত্যিক নামধারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং এই সাহিত্যিক নামধারী লোকের সংখ্যা এখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কারণ এই তকমাটি অর্জন করতে নিজের মগজ ধোলাই করে অং বং কবিতার মত সেরকম কিছু তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে না। যে ব্যক্তিদের হাতে বেশ কিছু অর্থ ও সময় আছে আর খুব সহজেই নাম অর্জনের ইচ্ছা আছে, তাঁরা অতি যত্নসহকারে একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে পার্টিকুলার যে মণীষীর ওপর কিছু বই বের করতে চান, সেই লাইব্রেরি থেকে সেই মণীষীদের ওপর লেখা বেশ কিছু বইয়ের কালেকশন পেয়ে যান। এবার চলে কপি ও পেস্ট করার কাজ। কিছুটা হুবহু বই অথবা কিছুটা নিজের মত করে লিখে একটা ম্যাটার দাঁড় করান। সেগুলো যত্ন সহকারেই কপি করা চলে। ওটাই যা পরিশ্রমের কাজ। কারণ টুকলিও একটা আর্ট যদি না পড়ে ধরা। এনারা আবার বহু অনুষ্ঠানে যান। সাহিত্য যা অতি নিভৃতে নির্জনে সাধনার জায়গা তা এনাদের থেকে বহু দূরে। কারণ অনুষ্ঠানে যত যাবেন তাঁকে চিনবে মানুষ তথাকথিত কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে। ফলে কপি পেস্ট ও কিছুটা নিজের ভাষা সংযোগ এবং সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে যাওয়া সমান্তরালে চলতে থাকে।

এর ফলস্বরূপ বইগুলো এমন দাঁড়ায় যে তাঁদের বইতে যে মণীষী সম্পর্কে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, সেই তথ্যের মধ্যে এই তথাকথিত সাহিত্যিকদের নিজের কোনো বক্তব্য পেশ করা হয় না বা কোনো গবেষণার নিদর্শন থাকে না। থাকে শুধু কপি আর পেস্ট লব্ধ উপাদান। অথচ বাইরের জগতে এনারা নিজেদের টুকলি করা উপাদানকে গবেষণা বলে চালিয়ে দেন। আগেকার সমালোচক বা লেখকরা যাঁরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সরেজমিনে তা লক্ষ্য করে ও প্রচুর অধ্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করে যা একত্রিত করেছেন ও তাঁদের পরিশ্রমের ফসল একটি বই আকারে যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের করে যাওয়া পরিশ্রমের ফসলকেই এই সাহিত্যিক নামধারী ব্যক্তিরা নিজের নামে লিপিবদ্ধ করছেন। ফলস্বরূপ এই সাহিত্যিক নামধারীদের বইগুলোতে না তো নতুন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে, না কোনো নতুন বিষয় সংযোজন বা নিজেদের নতুন কোনো অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে কতগুলো ফেনার বুদবুদ ছাড়া আর নতুন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই সাহিত্যিক নামধারী লেখকদের বেশ কিছু বই বেরিয়ে যাচ্ছে। অর্থ থাকলে ভূতের বাবারও শ্রাদ্ধ হয়। পরিশ্রম শুধু কপি আর পেস্ট। এরপর কম্পোজ ও প্রিন্ট, ওতে যতটুকু সময় লাগে এই যা। ফলে বিশেষ কোনো নতুনত্ব উপাদান এখানে দেখা যায় না।

এবার এইসব ব্যক্তিদের তোল্লাই দিচ্ছেন কারা? লাখ টাকার প্রশ্ন এখানে। এনাদের বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে আসছেন সাহিত্যের জগতে একটু ওপরের দিকে অবস্থান করছেন এমন কিছু মানুষ যাঁদের কিছু অর্থ প্রদান ও প্রধান অথিতির জায়গা দিয়ে এইসব সাহিত্যিকদের দল তাঁদের বই প্রকাশ করছেন। আর বাকিরা কারা যাচ্ছেন? বাংলায় ও বাঙালিদের মধ্যে টুকিটাকি লেখেন এমন মানুষের অভাব নেই। ফলত কিছু অর্থ ব্যয় করে একটা হল ভাড়া করে, ছোট একটি মেমেন্টো কিংবা মেডেল বা ডিজিটাল সার্টিফিকেট কিংবা শুধুমাত্র একটা মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে দিলেই হল ভরানোর মানুষের অভাব হয় না। এনাদের বই কিছু লাইব্রেরিতেও যাচ্ছে, লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞেস করছেন না যে নতুন কী সংযুক্ত আছে সেই বইটাতে। ফলে এনারা অবাধে মাছের তেলে মাছ ভেজে চলেছেন ও সাহিত্যিক নামক তকমা গায়ে লাগিয়ে ঘুরছেন। সাহিত্যের জগত তাহলে কোন দিকে চলেছে সেটাই প্রশ্ন জাগে মনে। নতুন কিছু নিয়ে লেখার হিম্মত এই তথাকথিত সাহিত্যিকদের কলমে আসছে না টুকলি বিদ্যা করা ছাড়া। সাধারণ মানুষ কোনো বিষয়কে তলিয়ে দেখার চেষ্টাও করেন না। তারা না জেনে না পড়ে যা শুনছেন তাতে গা ভাসিয়ে চলছেন। আর অন্যদিকে একটু ওপরে থাকা কবি ও সাহিত্যিকরা কিছু অর্থ ও সম্মান পাওয়ার আশায় দিব্যি সেই বই উদ্বোধন করে চলেছেন।

হিম্মত থাকলে আধুনিক ও বাস্তবে ঘটে চলা ঘটনা বা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর এইসব নামধারী তথাকথিত সাহিত্যিকদের দল নিজেদের কিছু মৌলিক রচনা সৃষ্টি করে দেখান। নতুন কী উপহার দিচ্ছেন এই তথাকথিত সাহিত্যিক নামধারী মানুষরা মিথ্যা নাম উপার্জন করার নেশায়, আর তাঁদের এই প্রশ্ন করার মানুষরাই বা কোথায়, সেটাই এখন বড় একটা প্রশ্ন চিহ্ন।

বিশ্ব কায়স্থ মহাসম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ভারতসভা সভাগৃহে ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার গ্লোবাল কায়স্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি অশোক কুমার দাসের উদ্যোগে এই বিশ্ব কায়স্থ মহাসম্মেলনে শামিল হন অনেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট রাজীব রঞ্জন প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রণজিৎ করণ, চন্দ্র ভানু সিনহা, উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রেসিডেন্ট কামাক্ষা সরকার প্রমুখরা। এদিকে বিকালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ১৯ ডিসেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে গ্লোবাল বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সারা রাজ্যের লোকেরা উপস্থিত হবেন। আগামী ১৭ ডিসেম্বর এক জোটে কলকাতা থেকে দিল্লি যাত্রা করবেন।

শিলিগুড়িতে কিকবক্সিং

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: শিলিগুড়ির উডরাইস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ছিল কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৯০০জন প্রতিযোগী যোগদান করে। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর ছিল প্রতিযোগিতা। ঝাড়গ্রাম থেকে ১৪ জন প্রতিযোগী গিয়ে ছিল ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। ওই ১৪ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশ গ্রহণ করে ১৮ টি পদক লাভ করে।যার মধ্যে ৫টি পদক ছিল সোনার ও ১৩ টি পদক ছিল রুপোর। ঝাড়গ্রাম কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে অভিজিত রায় চৌধুরী

বলেন, ঝাড়গ্রাম এর ছেলে মেয়েরা ওই প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করেছে। যার মধ্যে পাঁচ জন সোনার পদক জয় লাভ করে কলকাতায় ন্যাশনাল প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবে। আগামী দিনে ঝাড়গ্রামের ছেলে ও মেয়েরা আরো ভালো ফল করবে বলে তিনি আশা করেন। তাই মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নামার পর কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৪ জন প্রতিযোগীকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় ঝাড়গ্রাম শহরের বাসিন্দারা। যার ফলে খুশি ওই ১৪ জন প্রতিযোগী ও তাদের পরিবারের লোকেরা।

গেরো কাটিয়ে কাতার বিশ্বকাপে হল্যান্ড

যুধিষ্ঠির নস্কর

জোহান ক্রুয়েফের আমলে যা সম্ভব হয় নি তা পূরণ হবে বলে নব্বইয়ের দশকে আশাবাদী হয়েছিল কমলা রঙের জার্সিধারীরা। রুড গুলিট, মার্কো ফ্যান বাস্তেন, ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডদের নিয়ে বুকভরা স্বপ্ন দেখেছিল ফুটবল বিশ্ব। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ আর জেতা হয় নি হল্যান্ড তথা নেদারল্যান্ডসের। সেই নিভে যাওয়া প্রত্যাশা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছে স্পেন এবং ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়। এরমধ্যে ফ্রান্স তো আবার দু-দুবার কাপ ঘরে তুলেছে। ইউরোপে জার্মানি ও ইতালি বরাবর বিশ্ব ফুটবলের কুলীন দেশ হিসেবে বিবেচিত। সেই ভাঁড়ারে এখন ভাগ বসিয়েছে ফ্রান্স ও স্পেন। অথচ লাখো সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হল্যান্ড কিছুতেই বিশ্বকাপ জিততে পারে নি।

গতবার অর্থাৎ রাশিয়া বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠতে পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নেদারল্যান্ডস। সেই কমলা ব্রিগেড এবার অনেক আগেই কাতার বিশ্বকাপে খেলার টিকিট জোগাড় করে নিল। নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নরওয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে এই তকমা অর্জন করে নিল হল্যান্ড। আপাদমস্তকভাবে খুবই ম্যাড়ম্যাড়ে একটি ম্যাচে কেউই সেভাবে কর্তৃত্ব করতে পারছিল না। তাও খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে জোড়া গোল পেয়ে বিশ্বকাপে যোগ্যতা পেয়ে

গেল তারা। নরওয়ে গেল ছিটকে। প্রসঙ্গত, এর আগে একবার ইতালির মতো দলকেও বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই ইতালি , ফ্রান্স, জার্মান, স্পেনের সঙ্গে তুরস্ক অন্যতম দল হিসেবে চলে গেল মূল পর্বে। তাদের সঙ্গে কমলা শিবিরের অন্তর্ভুক্তি ইউরোপের মাইলেজ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলল বিশ্বকাপে। দক্ষিণ আমেরিকা বা লাতিন আমেরিকা থেকেও যোগ্য দল হিসেবে বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করল সেখানকার দুই মহারথী টিম ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। নিজেদের মধ্যে ম্যাচটি ৩-৩ ড্রয়ের মধ্যে দিয়ে এই দুই দল পেয়ে গেল কাতারের পাশপোর্ট। এদের সঙ্গে অন্য দল হিসেবে উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, পেরু, চিলি না মেক্সিকো কারা উঠে আসে সেটাই এখন দেখার।

মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বীরভূম স্নেহ' উদ্যোগে সোমবার সিউড়ি হাটজনবাজার মাঠে মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে আটটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। বিকালে ফাইনালে জয়ী হয় ঝাড়খন্ড রাজ্যের কলাকাটা ও বিজিত হয় নগরী স্পোর্টস আকাদেমি। জেলা যুব আধিকারিক রায়া দাস, সিউড়ি পুরসভা প্রশাসকমন্ডলী সদস্য অঞ্জন কর, কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান শেখ জালাল,'বীরভূম স্নেহ' কর্ণধার শ্রীকান্ত ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

'বীরভূম স্নেহ' উদ্যোগে শিশুদিবস উপলক্ষ্যে রবিবার পানুড়িয়া বিশ্রামতলা শ্রীবাস অঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ফুটবলের সেকাল-একাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময়ে শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগানে কর্তৃত্ব ছিল ধীরেন দে'র মতো শিল্পপতির। ছিলেন ক্লাব অন্তপ্রাণ। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলে ছিল জ্যোতিষ গুহের দাপট। পরবর্তীকালে যা জীবন-পল্টুর হাতে কিছুদিনের জন্য জায়গা করেছিল। মাঝে একটা সময় ফেরার শিল্পপতি বিজয় মালিয়ার হাত ধরে ভেসে উঠেছিল মোহন-ইস্ট। ইস্টবেঙ্গল হয়েছিল কিংফিশার আর মোহনবাগানের আগে বসেছিল ম্যাকডয়েলের লোগো। তাতে অবশ্য কাজের কাজ খুব কিছু যে হয়েছে তা নয়। এটা ঠিক জাতীয় লিগ শুরুর পরের কয়েকটি বছর কলকাতার দুই প্রধান সেখানে ছড়ি ঘোরালেও পরে তা চলে যায় গোয়ার দখলে। ডেম্পো, চার্চিল, সালগাওকরের উত্থানের পাশাপাশি পড়তে থাকে কলকাতার ফুটবল গ্রাফ। পরের পর জাতীয় লিগ বা পরিবর্তিত আই লিগ যেতে থাকে গোয়ার ক্লাবগুলির হাতে। বস্তুত, সেই গোয়া দুর্গের আবার পতন ঘটে বেঙ্গালুরু, আইজল, লাজং, পঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসির মতো দলের আবির্ভাবে। পেশাদার মোড়কে মোড়া এই দলগুলো সত্যিই ভারতীয় ফুটবলে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। তবে এসব দলের অনেকগুলিই এখন সুইচ ওভার করে আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগের স্রোতে গা ভাসিয়েছে। ফলে সাময়িক ভাটা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে চার্চিল বা সালগাওকরের মতো দলকে। এর সঙ্গে জুড়তেই হবে ইস্টবেঙ্গলের নাম। লাল-হলুদ ক্লাবটিও নিজেদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জুতসই করে তুলেছে। মাঝে মোহনবাগান বিগত ৩-৪ বছর যথেষ্ট ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে।

আবার শুরু হচ্ছে এম পি কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে আবার শুরু হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এসডিও মাঠে এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী প্রবর্তিত এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট করোনাকালে এক বছর বন্ধ ছিল। মোট ৯টি ব্লক, চারটি পুরসভার মোট ১২৮টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। চূড়ান্ত খেলা হবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর বাটা

স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীসহ বিশিষ্ট মানুষজন। সূত্রের খবর চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার দিন বাটা স্টেডিয়ামে বলিউডের কোনও তারকা শিল্পী উপস্থিত থাকবেন।

শুরু হল জয়ন্ত নস্কর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা জয়ন্ত নস্কর গোসাবা ব্লকের বিধায়ক ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সমগ্র সুন্দরবনবাসীর মন বিষাদে ভরপুর। তাঁর স্মৃতি এবং শিশু দিবস উপলক্ষে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও জয়গোপালপুর নতুনহাট ডায়মন্ড একাদশের উদ্যোগে রবিবার এক নকআউটক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। আট দলীয় জয়ন্ত নস্কর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বাপ্পাদিত্য নস্কর। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বায়ক মন্টু গাজী, রাজা গাজী, বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী দেবাশীষ বৈরাগী, আকবর আলি সেখ, মানিক মন্ডল, স্বপন পট্টনায়েক, জেলাপরিষদ সদস্যা তথা শিক্ষিকা শঙ্করী মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

এদিন উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তীর ভরতগড় গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল একাদশ বনাম ক্যানিংয়ের বেলেখালি রাজ একাদশের মধ্যে। খেলার নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত হওয়ায় টাইব্রেকার হয়। টাইব্রেকারে ভরতগড় একাদশ ৩-২ গোলে জয়লাভ করে। টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন ভরতগড় একাদশের ফিরোজ মোল্লা। টুর্নামেন্ট উদ্যোক্তা কমিটির অন্যতম স্বপন পট্টনায়েক বলেন, জয়ন্ত নস্কর ইহলোক ত্যাগ করলেও তিনি সদা সর্বদা আমাদের সুন্দরবনবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় রয়েছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্য কে পাথেয় করে এবং আগামী দিনে যাতে করে দেশ তথা আন্তর্জাতিকস্তরে সুন্দরবনের ফুটবলাররা খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার জন্য আমাদের এই প্রয়াস।'

মোহনবাগানে ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখছে সায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনে একটাই স্বপ্ন। শতাব্দী প্রাচীন জাতীয় দল মোহনবাগানের জার্সি গায়ে ফুটবল খেলা। এই ক্লাবটা তাঁর স্বপ্নের মন্দির। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারিবারিক অভাব অনটনের মধ্যেই লড়াই করে চলেছেন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দা কৈশোর থেকে তারুণ্যে ছুটছে বছর সতেরোর সায়ন দাস। ছোটবেলায় কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর বাবা সৌমেন দাসের (নন্টু) তত্ত্বাবধানে গুসকরা কলেজ মাঠে প্র্যাকটিশ করতো। অনূর্দ্ধ ১৬ বর্ধমানের কাছেই তালিত স্টেশনের পাশেই স্পোর্টস অথরিটি ট্রেনিং সেন্টার (সাই) দলের সদস্য সায়ন। ফুটবল মাঠে জাদুর মাধ্যমে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোই এখন তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। বাবা সৌমেন নিজেও

একসময় কলকাতা গড়ের মাঠে ঐক্য সম্মিলনী, খিদিরপুর ক্লাব, সালকিয়া ফ্রেন্ডস, পোর্ট ট্রাস্ট, হাওড়া টাউন, চাঁদনি, হাওড়া ব্যাতোর ক্লাবে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। যদিও খেলার দৌলতে কোনও চাকরি জোটেনি। সায়ন খেলাধূলার পাশাপাশি গুসকরা পূর্ণানন্দ পাবলিক ইন্সটিটিউশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশ করে গুসকরা কলেজে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ২০১৯ সালে সল্টলেক সাই মাঠে ভারতীয় অনূর্দ্ধ ১৭ মহিলা দলের সঙ্গে সাইয়ের অনূর্দ্ধ ১৫ ছেলেদের প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ৩-২ গোলে সাইয়ের ছেলেরা জেতে। সায়ন অনবদ্য দুটি গোল করে। বছর দুয়েক অসম্ভব কঠোর অনুশীলন এবং নিজের প্রতিভার জেরে সায়ন রাইট উইং হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে, বর্ধমান সাই ক্যাম্পের জুনিয়র ফুটবল দলে। বর্তমানে সাই ক্যাম্পের প্রশিক্ষক আশিস দে বলেন, কলকাতা ময়দানে খেতে না পারলে একজন ফুটলারের পরিচয় হয় না। কলকাতা বলতেই বাংলার ফুটবল। যদিও সমস্যার মুখে পড়েছে উদীয়মান এই ফুটবলার। তার মা সুজাতাদেবী জাতীয় পর্যায়ের খো-খো খেলোয়াড় ছিলেন। তাদের বাড়িতে সব সময় খেলাধূলার চর্চা রয়েছে। ২০১৯-এ সল্টলেক সাই মাঠে ভারতের এশিয়ান ক্যাম্পের ছেলেদের সঙ্গে সাইয়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলেদের এক প্রীতি ম্যাচে ৩-১ গোলে সাই জয়ী হয়। এদিন সে দুরন্ত ফুটবল খেলে। সায়ন বলে, আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় গ্রামগঞ্জের অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার হারিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। তবে আমি সেই দলে পড়তে রাজি নই। আমি লড়াই চালিয়ে যাব। এই প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার জেলা থেকে কলকাতায় গিয়ে খেলা ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুবই কঠিন। তার পছন্দের ফুটবলার ব্যাঙ্গালোর এফসির উথান্ডা সিং। আর ব্রাজিলের নেইমার আদর্শ ফুটবলার। তাদের খেলো ভালো লাগে এক একটা স্বপ্ন নিয়েই সবুজ ঘাসের উপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সায়ন।

মসজিদের দেওয়ালে আছে চারটি সাধুর মূর্তি

মিতালী সংঘের ৫৭ বর্ষে সেজে উঠেছে তাদের মণ্ডপ বাংলার বাঁশের কাজ দিয়ে। মঙ্গলবার এনাদের মণ্ডপ উদ্বোধন করেন সঙ্গীতশিল্পী সৈকত মিত্র, বাঁশবেড়িয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী, ভাইস চেয়ারম্যান অমিত কুমার ঘোষ, সংঘের সেক্রেটারি তথা স্থানীয় বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত।

অশোক গঙ্গোপাধ্যায় : বাঁশবেড়িয়ায় একদিকে হিন্দু মন্দির ধ্বংস অপরদিকে মসজিদ, দরগা, মক্তব গৃহ স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। তারই একটি অনন্য ও প্রাচীন নিদর্শন হল ত্রিবেণী শিবপুর অঞ্চলের জাফর খাঁ গাজী দরগা ও তৎসংলগ্ন মসজিদ। এই সম্পর্কে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' থেকে জানা যায় 'রুকমউদ্দীন কৈকাউসের রাজ্যকালের শেষকালে গঙ্গারামপুরের মসজিদ নির্মাতা উলুপ-ই-আজম জফর খাঁ বহরাম ইংগীন দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি প্রাচীন পাষাণ নির্মিত দেবমন্দির ছিল, সেই দেবমন্দির মধ্যে জফর খাঁ সমাহিত আছেন। সমাধির নিকটে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্মিত একটি

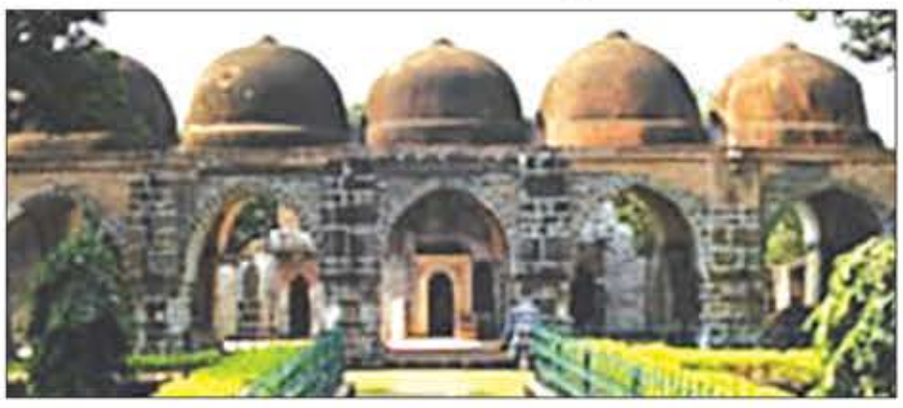

বৃহৎ মসজিদ আছে। এই মসজিদের একটি খিলান মসজিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। খিলানটি সপ্তগ্রাম বিজেতা জফর খাঁ কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদের মিহরাব।'' এ সম্পর্কে ড. প্রণব রায় হুগলি : প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- ''এই জেলার ত্রিবেণীতে ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরবর্তী স্থানে কয়েকটি মন্দির দেবালয় যে ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। গঙ্গা ভাগীরথী ও সরস্বতীর এই সঙ্গমস্থলটি সেকালে হিন্দুদের কাছে ছিল অতি পবিত্র। নদী তীরবর্তী এখানের এক উচ্চ ভূখণ্ডে পাথরে তৈরি বিষ্ণুর এক শিখর দেউলের অস্তিত্ব জাফর খাঁ গাজীর কবর স্থানে লক্ষ্য করা যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মুখশালায় জাফর খাঁ ও তার আত্মীয়দের সমাধি স্থাপন করা হয়। সমাধি স্থলটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় নীচের অংশে এবং ওপরের দেওয়ালের অনেকটা প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ শুধুমাত্র ওপরে পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে ইঁট দিয়ে আরও কিছুটা দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে।'' এই কবর বাইরের দেওয়ালে নানা দেব দেবীর মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় কোথাও ওল্টানো অবস্থায় কোথাও বা ভাস্কর্যের পিছনের দিকগুলি সামনে বসানো হয়েছে। রামরাবণের : যুদ্ধম, বস্ত্রহরণ : অভিষেক প্রভৃতি লিপিগুলি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. রায় আরও লিখেছেন- 'ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর ইঁটের ভগ্ন দশ গম্বুজ মসজিদেও হিন্দু মন্দিরের বহু অংশ আছে। ব্রাহ্মণ্যদেব দেবীর মূর্তি ছাড়া এই মসজিদের দেওয়ালে চারটি সাধুর মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি পার্শ্বনাথের মূর্তি বিদ্যমান। মসজিদটির দেওয়ালের মধ্যেও সম্ভবস কোনও প্রাচীন দেব মূর্তি লুকানো আছে।

নব ভারত সংঘের ৬৮তম বর্ষে নটরাজ কার্তিক। এখানকার থিম প্রকৃতির ছন্দ। সন্ধ্যায় ২০০টি প্রদীপ জ্বলছে মণ্ডপের সামনে।

রবি ঠাকুরের কুমোড় পাড়ার গরুর গাড়ি অনুসারে পদ্মা নদীর পাড়ে হাট বসেছে এই থিমে চলছে কার্তিক পুজো।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com